ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 August 2021 ■ আগরতলা ৭ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২১ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিজেপি ও সিপিএমের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে কমলপুরে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। রাজনৈতিক সংঘর্ষে ধলাই জেলায় কমলপুরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর এবং সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। সংঘর্ষের মাঝে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন সিপিএম বিভাগীয় সম্পাদক রঞ্জিত ঘোষ(৭৭)। তাঁর মাথায় ও হাতে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। সিপিএমের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা তাঁকে রক্তাক্ত করেছেন। বিজেপি মন্ডলের দাবি, দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে রঞ্জিত বাবু গুরুতর আহত হন এবং তাঁকে বিজেপি কর্মীরাই পুলিশের গাড়িতে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। ঘটনাকে ঘিরে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে আজ কমলপুর শহরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সিপিএমের অভিযোগ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ডিওয়াইএফআই আজ শহরে মিছিলের উদ্যোগ নিয়েছিল। সে মোতাবেক শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় কমলপুর বাস টার্মিনাসের সামনে স্থিত সিপিএম কার্যালয়ের তাঁরা জড়ো হয়েছিলেন। কিন্ত, বিজেপি কর্মীরা ছুটে এসে মিছিলে বাধা দেন এবং তাতে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এদিকে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেখে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দেন ব্যবসায়ীরা। ওই সময়ে অটো দিয়ে যাচ্ছিলেন সিপিএম বিভাগীয় সম্পাদক রঞ্জিত ঘোষ। সিপিএমের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা তাঁকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয়। মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতেও আঘাত লেগেছে।রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্ত তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিতকরা তাঁকে ধলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কমলপুর শহরে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী এবং সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। তবুও পরিবেশ থমথমে হয়ে রয়েছে। ফের দুই দলের মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত হওয়ার আশংকা করছে পুলিশ। পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে প্রশাসন।

এদিনের সংঘর্ষের ঘটনায় সিপিএমকে দায়ী করেছে বিজেপি। সাংবাদিক সম্মেলনে কমলপুর মন্ডল সভাপতি প্রশান্ত সিনহা বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সিপিএম নানা ভাবে চক্রান্ত করে চলেছে। আজ বিজেপি কর্মীদের মিছিলে সিপিএম সর্মথকরা হামলা চালিয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাতে, দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং তখনই রঞ্জিতবাবু মাঝখানে পড়ে যান। তাতে তিনি গুরুতর আহত হন। প্রশান্ত সিনহার দাবি, বিজেপি কর্মীরা আহত রঞ্জিত ঘোষকে পুলিশের গাড়ি এনে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। অথচ, এখন উল্টে সিপিএম সমস্ত দোষ বিজেপির ঘাড়ে চাপাচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুই রাজনৈতিকদলের মধ্যে সংঘর্ষ হলেও পরিস্থিতি এখন সম্পুর্ন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। শহর জুড়ে পর্যাপ্ত পুলিশ, টিএসআর এবং সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে।

রাজপথে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে পুলিশ কর্মীকে ঘায়েল গ্রেপ্তার তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারে উপর বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে আঘাত করার দায়ে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল শুভম সাহা (২৭), অমন সাহা (২৫) এবং গৈরিক ঘোষ (২৪)।

জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে আইজিএম চৌমুহনীতে এই তিন যুবক টিআর-০১-০৩৫৬ নম্বরের একটি গাড়ি নিয়ে বেপরোয়া ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের নির্দেশ অমান্য করে গাড়ি চালিয়ে দেয় পুলিশ কর্মীদের উপর। তাতে পুলিশ কর্মীরা কয়েকজন আহত হয়েছেন। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার নম্বর ১৩৫/ ২০২১। মামলাটি হয়েছে আইপিসির ২৭৯, ৪২৭, ৩৫৩, ৩৩২, ৩০৭ (৩৪) এবং এনডিপিএস ১৮১ এবং ১৮৪ ধারা মোতাবেক। শুক্রবার তাদের আদালতে তোলা হয়।

খেল রত্ন পুরস্কার এখন থেকে মেজর ধ্যানচাঁদ খেল রত্ন পুরস্কার

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাগরিকরা তাঁকে খেল রত্ন পুরস্কার মেজর ধ্যানচাঁদের নামে করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রত্যেকের ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে খেল রত্ন পুরস্কার এখন থেকে মেজর ধ্যানচাঁদ খেল রত্ন পুরস্কার হিসেবে পরিচিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, মেজর ধ্যানচাঁদ ভারতের প্রথম সারির একজন ক্রীড়াবিদ যিনি দেশকে সম্মান এনে দিয়েছেন এবং ভারত তাঁর জন্য গর্বিত। তাই, আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মানটি তাঁর নামে হওয়া যথাযথ।

একগুচ্ছ ট্যুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন;“অলিম্পিকে পুরুষ এবং মহিলা হকি দলের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে গোটা দেশ অভিভূত। ভারত জুড়ে হকির প্রতি আগ্রহ আবার নতুন করে দেখা দিচ্ছে , আগামীদিনের জন্য যা অত্যন্ত ইতিবাচক।দেশের নানা প্রান্ত থেকে নাগরিকরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন মেজর ধ্যানচাঁদের নামে খেল রত্ন পুরস্কার দেওয়া হোক। আমি তাঁদের ভাবনাকে ধন্যবাদ জানাই।

তাঁদের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে খেল রত্ন পুরস্কার এখন থেকে মেজর ধ্যানচাঁদ খেল রত্ন পুরস্কার হিসেবে পরিচিত হবে!

জয় হিন্দ! মেজর ধ্যানচাঁদ ভারতের প্রথম সারির একজন ক্রীড়াবিদ যিনি দেশকে সম্মান এনে দিয়েছেন এবং ভারত তাঁর জন্য গর্বিত। তাই, আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মানটি তাঁর নামে হওয়া যথাযথ।”

এদিকে, অলিম্পিকের মধ্যেই খেলরত্ন পুরস্কারের নামবদলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই খবর একটি অনলাইন সংবাদপত্র ফেসবুকে দেওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লীতে কাজের মধ্য দিয়ে টিএসআর ত্রিপুরার নাম উজ্জল করছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ আগস্ট।। নয়াদিল্লিতে অবস্থানরত টি এস আর জওয়ানরা রাজ্যের নাম উজ্জল করছেন। নয়াদিল্লিতে অবস্থানরত রাজ্যের টি এস আর জওয়ানরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে ত্রিপুরার নাম উজ্জল করছেন। রাজ্যে শান্তি স্থাপনেও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে টি এস আর জওয়ানদের।

আজ খোয়াই জেলার ১০ নং টি এস আর ব্যাটেলিয়নের সি (চার্লি) কোম্পানির কলাবাগান ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে জওয়ানদের সাথে মতবিনিময় করার সময় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি টি এস আর ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্প তিনি পরিদর্শন করবেন। এদিন তিনি জওয়ানদের ব্যারাক, খাবার ঘর সহ ক্যাম্পের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। এই ক্যাম্পে কর্তব্যরত রয়েছেন ৩০ জন টি এস আর জওয়ান। জওয়ানদের সাথে মতবিনিময়ের সময় মুখ্যমন্ত্রী তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও সমস্যার বিষয়ে খোঁজখবরও নেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের আনা আর্থিক ঘোটালার অভিযোগ খারিজ করে স্পষ্টিকরণ দিলেন বিধায়ক ভগবান দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ আগস্ট।। বিজেপি বিধায়ক তথা ভারতীয় জনতা পার্টির ঊনকোটি জেলা সভাপতি ভগবান দাসের বিরুদ্ধে ৫৮ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ এনে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর জেলা কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা বীরজিৎ সিনহা। শ্রী সিনহা অভিযোগ করেছেন চা বাগানের শ্রমিকদের টাকা তছরূপ করা হয়েছে।

এদিকে, বিধায়ক ভগবান দাস জানিয়েছে, সম্প্রতি কৈলাসহরের একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত চারটি চা বাগানের শ্রমিকরা তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিল। প্রায় দেড়শ শ্রমিকের সাক্ষর সম্বলিত একটি দাবীপত্র তার কাছে জমা দিয়ে গিয়েছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে শ্রমিকরা চা পাতা তুললে প্রতি সপ্তাহে তাদেরকে মজুরী দেয়া হত। কিন্তু, কিছুদিন যাবৎ তাদের মজুরী দেওয়া হচ্ছে না। এই ব্যাপারে বিধায়ক এডিএম এর সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারেন শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দেয়া হয়েছে।

তিনি লিখিতভাবে এডিএম-কে বলেন ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করে যাতে শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করেন। ঘটনাটি করোনার সেকেন্ড ওয়েভ শুরু হওয়ার সময়কালে। শ্রমিকরা হুশিয়ারী দিয়েছিল যদি তাদের সমস্যা সমাধান না করা হয় তাহলে তারা অবরোধ আন্দোলনে নামবে। তাই এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিধায়ক ভগবান দাস তৎপর হয়ে উঠেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্যাস নির্গমন ঘিরে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ আগস্ট।। শুক্রবার সকাল থেকে হঠাৎ করে ঋষ্যমুখ ব্লকের ধনঞ্জয় নগর এডিসি ভিলেজের দেবতামূড়া এলাকায় অয়েল নাম্বার গজালিয়া ০১, থেকে গ্যাস নির্গত হতে থাকে। এই ঘটনা দেখে আশপাশের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। খবর দেওয়া অগ্নিনির্বাপক বাহিনী কর্মীদের। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া মহকুমা শাসক সহ পুলিশ প্রশাসনকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ঋষ্যমুখ ও মনুবাজারের দমকলকর্মীরা। এরপর ওএনজিসি কর্মীরা ছুটে এসে সতর্কতার সাথে গ্যাস বন্ধ করে দেয়। জানা যায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই গ্যাস লিক । বিলোনিয়া মহকুমা শাসক মানিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

থানার ফোন বোবা, চুরির ঘটনায় পুলিশে খবর দিতে পারেননি অসহায় মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। থানার ফোন বোবা। তাই, চুরির ঘটনায় থানায় গিয়ে নালিশ জানাতে হয়েছে জনৈক মহিলার। স্বাস্থ্য দফতরের করণিক সন্ধ্যা পাল ভৌমিকের অভিযোগ, গতকাল রাতে চুরির ঘটনা টেলিফোনে থানায় জানাতে পারিনি। থানার ফোন নষ্ট। তাই, আজ ভোরে নিজে গিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছি।

তিনি আজ বলেন, গতকাল রাতে তাঁর বাড়িতে চুরি হয়েছে। জয়নগর পিয়ারী বাবুর বাগান এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলার দাবি, রাতে বাড়ির নিচতলায় চোর হানা দিয়েছিল। পুরো লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে। বাড়িতে স্বর্ণালংকার কিংবা নগদ টাকা বিশেষ ছিল না। তাই, বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। কিন্ত, দামী বাসন চোর নিয়ে গেছে। তাছাড়া, পুরো ঘর তছনছ করে দিয়ে গেছে।

তাঁর অভিযোগ, চুরির ঘটনা আঁচ করতে পেরে বটতলা ফাড়িতে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি বহুবার। কিন্ত, কেউ সাড়া দেননি। তাই, আজ ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নিজেই থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। তিনি বলেন, থানায় গিয়ে দেখি একজন কর্মী রয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন থানার ফোন দীর্ঘদিন ধরেই নষ্ট হয়ে রয়েছে। ওই মহিলা বলেন, মানুষ বিপদে পড়লে থানার সাথে যোগাযোগ করাও সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে থানার ফোন নষ্ট হয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানের স্বামীর মারধরে আহত মহিলা, সোনামুড়ায় উত্তেজনার পারদ চড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ আগস্ট।। শাসক দলের প্রধানের স্বামী এক মহিলাকে দলীয় সভায় মারধর করে। ক্ষুব্ধ হয়ে মহিলার পথ অবরোধ করে। সোনামুড়া কুলুবাড়ী কাজিটিলা এলাকায়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল যায় পুলিশ। পুলিশ গিয়ে মহিলার অভিযোগ শুনে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কুলুবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসক দলের মহিলা মোচার সভা অনুষ্ঠিত হয় কুলুবাড়ী সুকান্ত কমিউনিটি হলে। যদিও গ্রামের মহিলাদের কে বলা হয় রেগার কাজ নিয়ে বৈঠক, সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলার জুড়ো হয়। উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান এরশাদ মিয়া, মন্ডল সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সাহা, সহ অনান্য নেতা ও নেত্রীরা ।সভা চলাকালীন ভাষনে যখন নেতার বলছে সি পি আই এম মহিলাদের কিছুই দেয়নি, আমারা মহিলাদের জন্য সব দিচ্ছি। তখন রুফিয়া খাতুন নামের ওই মহিলা সভা স্তলে বলে দিয়েছে, সিপিআইএম, বিজেপি, কংগ্রেস, কেউ আমাদেরকে কিছুই দিচ্ছে না।এই কথা বলতেই কুলুবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী তথা মন্ডল কৃষাণ মোচার সম্পাদকখুরশেদ আলম মজুমদার মহিলা কে ধরে সভা স্তলে প্রচন্ড মারধর করে, অন্যনা মহিলার বাঁচাতে চাইলে তাদের কে হল ঘরে তালা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ির হাতে আক্রান্ত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ আগস্ট।। নিজ মেয়েকে দেখতে গিয়ে মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ির হাতে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা মারধরের শিকার হয় মিঠু আরা বেগম।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রোজ শুক্রবার বেলা দশটা নাগাদ মধুপুর মতি নগর এলাকায় মিঠুয়ারা বেগম উনার মেয়ে সুপ্রিয়া বেগমকে বিশালগড় কদমতলী এলাকায় দেলু মিয়ার ছেলের সাথে বিয়ে হয়। শুক্রবার মেয়েকে দেখতে যান মেয়ের মা বিশালগড় কদমতলী এলাকায় দেলোমিয়ার বাড়িতে। পৌছামাত্র শ্বশুর ও শাশুড়ির অস্ত্রের এলোপাতাড়ি আঘাতে আহত হয় মিঠুয়ারা বেগম। স্থানীয় এলাকাবাসীরা দেখতে পেয়ে দ্রুত খবর দেয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।

তারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত মিঠুয়ারা বেগমকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মিঠুারা বেগমকে আগরতলা টিএমসি তে রেফার করে দেয়। প্রকাশ্যে দিবালোকে শ্বশুর ও শাশুরি অস্ত্রের আঘাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় বিভিন্ন বাজার ও শপিং মলে প্রশাসনের অভিযান, জরিমানা আদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। আজ সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন বাজার ও শপিং মলগুলিতে অভিযান চালান হয়েছে। মূলত, বাজারগুলিতে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছিল। এছাড়া, শপিং মলগুলিতে কোভিড বিধি মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য অভিযানে নেমেছিল সদর মহকুমা প্রশাসন।

এদিন ডিসিএম আশীষ বিশ্বাস জানান, প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আজ বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালানো হয়েছে। তাতে, প্রায় ৫০ কেজি প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, মোট ৫১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলা শহরে সব বাজারেই এধরনের অভিযান চালানো হবে। তাতে, প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ পাওয়া গেলে দোকানদারকে জরিমানা করা হবে।

এদিকে, সদর ডিসিএম শ্রীকান্ত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মহকুমা প্রশাসনের একটি দল আজ বিভিন্ন শপিং মলে অভিযান চালিয়েছে। তাঁরা মূলত মলগুলিতে কোভিড বিধি আদৌ মানা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋষ্যমুখে নিখোঁজ কিশোর, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ আগস্ট।। ঋষ্যমুখ ফাঁড়ি এলাকার দাদুর বাড়ি থেকে এসে হরিপুর বাজারে মোবাইল ফোন রিচার্জ করতে গিয়ে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসেনি। মা কুসন্তি মগ সহ পরিবারের অন্যান্য লোকও এলাকাবাসীর সহায়তায় খোজা খুজি শুরু করেছে।

১৪ বছরের নাবালকের নাম হেমন্ত মগ। বাড়ী বিলোনীয়া ঋষ্যমুখ ব্লকের ধনঞ্জয় নগরে এ.ডিসি এলাকার দেবতা মুড়াতে। হেমন্ত মগের মা কুসন্তি মগ সংবাদিকের দারস্ত হয়ে জানান গত শনিবার ২৫০ টাকা নিয়ে ধনঞ্জয় নগরে এডিসি ভিলেজের শ্যামলী বাজার এলাকার নিকট আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গত মঙ্গলবার দিন হরিপুর বাজারে আসে তার মোবাইল ফোন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে ফের জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ আগস্ট।। একই দাবিতে দ্বিতীয়বার জাতীয় সড়ক অবরোধ করল ছাত্র ছাত্রীরা। বিশালগড় মহকুমার পূর্ব গকুলনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুবীর চৌহানের বদলির প্রতিবাদে দীর্ঘ পাঁচ দিন ধরে আন্দোলন করে কোনো সুরাহা না পেয়ে আবারো জাতীয় সড়ক অবরোধে বসল স্কুল পড়ুয়ারা ।খবরে প্রকাশ পূর্ব গকুলনগর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবীর চৌহানকে অন্য স্কুলে বদলি করে দেয় শিক্ষা দপ্তর।

এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর শুক্রবার ফের জাতীয় সড়ক অবরোধ করল ছাত্রছাত্রীরা। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধের ফলে রাস্তার দুইধারে আটকে পড়ে প্রচুর সংখক দূরপাল্লার গাড়ি। এতে ভুগান্তির শিকার হয় সহস্রাধিক যাত্রী সাধারণ এর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাপস কান্তি পাল সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। স্কুল পড়ুয়াদের বক্তব্য কোন অবস্থাতেই প্রধান শিক্ষক সুবীর চৌহানকে তাদের বিদ্যালয় থেকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। প্রয়োজনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন ।জানা যায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল প্রধান শিক্ষক সুবীর চৌহানের। এই বলে কোন সরকারী কর্মচারী সারা জীবন একই প্রতিষ্ঠানে থাকবেন তার কোন যুক্তিকতা নেই। তবে কার ইন্দনে শিক্ষার্থীরা রোজ এই রকম পথ অবরোধ সহ নানান বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যন্তর মন্তরে ‘শক্তি প্রদর্শন’ বিরোধীদের দাবী কৃষি আইন বাতিল করতেই হবে

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.)।। সংসদের অভ্যন্তরে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছিলেন বিরোধীরা। এবার সংসদের বাইরেও দলবদ্ধ হয়ে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সুর ছড়ালেন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা। দিল্লির যন্তর মন্তরে কৃষকদের আন্দোলনে (কৃষকদের সংসদ) যোগ দিল কংগ্রেস-সহ ১৪টি বিরোধী দল। ”শক্তি প্রদর্শন” বলাই চলে, যদিও আম আদমি পার্টি, তৃণমূল ও বহুজন সমাজ পার্টি বিরোধীদের এই ”শক্তি প্রদর্শনে যোগ দেয়নি।

শুক্রবার লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পর, সংসদের ১ নম্বর গেটের সামনে জড়ো হন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ বিভিন্ন বিরোধী (আম আদমি পার্টি, তৃণমূল ও বহুজন সমাজ পার্টি যোগ দেয়নি) দলের নেতারা। তারপর সংসদ থেকে বেরিয়ে যন্তর মন্তরে যাওয়ার জন্য রাকাবগঞ্জ গুরুদ্বারের কাছে বাসে ওঠেন বিরোধী নেতারা। বাসে চেপে যন্তর মন্তরে যাওয়ার সময় কৃষি আইন ও পেগাসাস নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। ওই বাসে কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গে, অম্বিকা সোনি, গৌরব গগৈ, শিবসেনার সঞ্জয় রাউত, আরজেডি-র মনোজ ঝা, ডিএমকে-র টি শিবা ও অন্যান্যরা ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস পৌঁছে যায় যন্তর মন্তরে।

যন্তর মন্তরে পৌঁছনোর পর কৃষি আইনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, সঞ্জয় রাউত, শশী থারুর, অধীর চৌধুরী-সহ সমস্ত বিরোধী নেতারা। তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন, ’কৃষকদের বাঁচাও, দেশকে বাঁচাও।’ রাহুল গান্ধী এদিন বলেছেন, ’কালা কানুনের (কৃষি আইন) বিরুদ্ধে নিজেদের সমর্থন জানাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা এখানে (যন্তর মন্তর) জড়ো হয়েছেন। আমরা পেগাসাস নিয়ে আলোচনা চাই। কিন্তু, তাঁরা আলোচনা হতে দিচ্ছেন না।’

এদিকে, কৃষি আইনের বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে কৃষকদের সমবেত হওয়াকে কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, ’বিরোধীরা যদি সত্যিই কৃষকদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়, তাহলে সংসদের উভয়কক্ষে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার। বিরোধীরা কথা বলতে প্রস্তুত নয় কেন? এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাঁরা শুধু সংবাদ মাধ্যমেই থাকতে চান।’

এদিকে, দিল্লীতে স্বাধীনতা দিবসের দিন কৃষকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন বলে জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে রাহুল গান্ধীর দাবি, তিনি কৃষকদের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে যাবেন।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৮৮ ◘ ৭ আগস্ট ২০২১ ইং ◘ ২১ শ্রাবণ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সীমান্ত বিরোধ

বিদেশী শক্তির সঙ্গে দেশের সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে রীতিমতো প্রশ্নচিহ্নে দাঁড় করাইয়াছে। এসব আভ্যন্তরীণ সমস্যা কোনভাবেই দেশ ও রাজ্যের সুস্থিতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যা দ্রুত সমাধান করা জরুরি।চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সুস্থিতি ও অনিশ্চিত সীমান্ত বিরোধ দীর্ঘদিনের। এই দুই দেশের সঙ্গে বিরোধের কেন্দ্রে প্রধানত তিনটি ভারতীয় অঞ্চল অরুণাচল প্রদেশ, লাদাখ এবং কাশ্মীর। বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরেও এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি। সীমান্ত বিরোধই প্রতিবেশীকে ভারতের বন্ধু হতে বাধা দিয়াছে। ভারত-চীন, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক অনেক বেশি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। পরস্পর বিরোধী মনোভাবাপন্ন প্রত্যেকটি দেশই জানে, এই বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির পথে একটি বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিরোধের নিষ্পত্তি হইলে প্রত্যেকটি দেশই আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়া লাভবান হইবে। আঞ্চলিক শান্তি-সুস্থিতি বলিষ্ঠ হইবে। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ রহিয়াছে নেপালেরও। এই দুই দেশ বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়াই তাহা মিটাইয়া নেওয়ার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। ভুটান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গেও ছোটখাটো বিরোধ রহিয়াছে। চীন ও পাকিস্তান ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু মনোভাবাপন্ন দেশ। পথের কাঁটা কবে, কীভাবে সরাইতে পারিবে ভারতসেটাই বরাবরের জল্পনা। মোদি জমানায় ভারতের সঙ্গে চীন ও পাকিস্তানের সম্পর্ক ভালো হওয়ার বদলে আরো খারাপ হইয়াছে। প্রতিবেশী এই দুটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের নতুন প্রত্যাশা করা কঠিন। ভারতের সঙ্গে চীন ও পাকিস্তানের সম্পর্ক কবে স্বাভাবিক হইবে, তাহা সম্ভবত ঈশ্বরও জানেন না।

একাধিক অভ্যন্তরীণ সমস্যাতেও জর্জরিত আমাদের দেশ। কোথাও নদীর জলবণ্টন সংক্রান্ত, আবার কোথাও রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত। নদীর জলবণ্টনের সবচেয়ে পরিচিত সমস্যার নাম কাবেরী। কাবেরীকে কেন্দ্র করিয়া লাগাতার লড়াই চলিতেছে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মধ্যে। রাজনৈতিক স্তরে আলাপ-আলোচনা এবং আইনি লড়াইকোনওটাই কাবেরী নিয়া দুই প্রতিবেশী রাজ্যের দাবির নিষ্পত্তি করিতে পারেনি। ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যের সীমানা নিয়ে বিরোধ রহিয়াছে অন্তত সাতটি। তার মধ্যে চারটি ক্ষেত্রে জড়াইয়া রহিয়াছে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম রাজ্য অসম। প্রান্তিক অঞ্চলের জমির উপর দাবি ও পাল্টা দাবি নিয়া বিরোধে জড়াইয়া যাওয়া রাজ্যগুলি হল: হরিয়ানা-হিমাচল প্রদেশ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ-হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক। আর অসমের সঙ্গে সীমানা বিরোধ রহিয়াছে তার চারদিকের চার রাজ্যঅরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মিজোরামের। সীমানার উপর দখলদারিকে কেন্দ্র করিয়া এই রাজ্যগুলি মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো বিরোধে জড়াইয়া পড়ে। আবার নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেসব মিটাইয়া নেওয়া হয়। যেমন গত ২৯ জুনও সীমানার দখলকে কেন্দ্র করিয়া অসম ও মিজোরাম বিরোধে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রাদেশিক ঝামেলা রক্তক্ষয়ী, এমনকী প্রাণঘাতীও হইয়া উঠিল। প্রাণ গিয়াছে ছ'জন পুলিস অফিসারের! একজন সাধারণ নাগরিক ও প্রাণ হারাইয়াছেন।জখমও হইয়াছেন অন্তত ৭০ জন। দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই মর্মান্তিক ঘটনা বলতে গেলে নজিরবিহীন!

যুযুধান দুই রাজ্যেই চলিতেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। অসমে চলিতেছে বিজেপির পূর্ণশক্তির সরকার। অন্যদিকে, মিজোরামে এনডিএ সরকার, অর্থাৎ যে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ শরিক বিজেপি। ঘটনার পর দুই 'বন্ধু' মুখ্যমন্ত্রীই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহকে ট্যুইট করিয়া নালিশ জানাইয়াছেন, প্রতিকার দাবি করিয়াছেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মিটাইয়া নেওয়ার 'নির্দেশ' দিয়াছেন অমিত শাহ। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে অভ্যন্তরীণ শান্তিও সুনিশ্চিত নয়! স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সরকারের হাতে দেশের স্বার্থ, সার্বভৌমত্ব কতটা সুরক্ষিত? সবদিক বিচার করিয়া, দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত এখনই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা। সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে পারে। অতএব সময় থাকিতে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন পুরসভার শিক্ষিকাদের

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি. স.) : লেকটাউন কালিন্দী এলাকায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে হাতে লাল গোলাপ নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন শিশু শিক্ষাকেন্দ্র বা এসএসকে -এর চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরা। শুক্রবার সকালে শিক্ষিকাদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয় এলাকা।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন তাঁরা। কারণ, অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরা শিক্ষা দফতরের অধীনে চলে গেলেও এখনও পর্যন্ত পুরসভার অধীনে থাকা স্কুলগুলির চুক্তিভিত্তিক শিক্ষিকারা সংশ্লিষ্ট দফতরের অধীনে যেতে পারেননি। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে আগামিদিনে তাঁদের চাকরি অনিশ্চিত বলেও দাবি তাঁদের। এরপরই বিক্ষোভে নামেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও সময় পাননি তাঁরা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এসএসকে চুক্তিভিত্তিকদের সরকারি বেতনক্রমে আনার দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু সরকার তা গুরুত্ব দিচ্ছে না। এরপরেই এদিন সকালে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে বিভিন্ন পুর এলাকার চুক্তিভিত্তিক এসএসকে শিক্ষিকারা বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি মুহূর্তে ঘোরাল হয়ে ওঠে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় লেকটাউন থানার পুলিশ। নামানো হয় র্যাচফ। পরে শিক্ষামন্ত্রীর তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সাক্ষাৎ হবে। তবে এভাবে নয়, আগাম সময় নিয়ে আসতে হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অভিজিৎ বিনায়ককে তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি. স.) : অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক মজুমদারকে তোপ দাগলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শুক্রবার তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, "নোবেল বিজয়ী এফ এ হায়েকের আরেকটি উক্তি 'সম্ভবত এই সত্য যে, আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজেদের এক অত্যাচারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার জন্য ভোট দিতে দেখেছি। তা আমাদের প্রজন্মকে বোঝাতে পেরেছে যে কারও সরকার নির্বাচন করা স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য নয়'। কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গে?

নোবেল বিজয়ী অভিজিৎকে মমতার সঙ্গে দেখে আনন্দিত। এর আগে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী এফ এ হায়েক বলেছিলেন 'অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখা একজন ব্যক্তির সঙ্গে সংবাদমাধ্যম যে আচরণ করে, তার ভিত্তিতে এটা ধরে নেওয়া যায় না তিনি সমাজের সকল সমস্যায় সমাধানে দক্ষ। ভারতের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোন রাজ্য আছে যেখান থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দাবি এবং অভিযোগের অবিরাম প্রবাহ ঘটে?" প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক নবান্নে মন্তব্য করেন, অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিযায়ী শ্রমিকদের আয়। দেশের অর্থনীতির উন্নতি হলেই, সুফল পাবে বাংলা। এই সঙ্গে বলেন, চাহিদা অনুযায়ী টিকার যোগান দিতে পারছে না কেন্দ্র। এটাই বড় সমস্যা। ভ্যাকসিন নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দাগেন নোবেলজয়ী অভিজিতের। শুক্রবার তার পালটা দিলেন তথাগতবাবু।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হিরোশিমা-নাগাসাকি

ছিয়াত্তর বছরেও যেন ভুলে না যাই

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ছয় আগস্ট দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ছয় আগস্ট তারিখেই বিশ্বের বুকে সবচেয়ে জঘন্য, নারকীয়, অমানবিক ও কলঙ্কিত ঘটনাটি ঘটেছিল। জাপানের ছোট্ট সুন্দর শহর হিরোশিমা এই দিনটিতেই প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে প্রায় শেষ হয়ে যায়।

১৯৪৫ সাল। ভোর রাত। প্রায় পৌণে তিনটের সময়ে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ টিনিয়ান থেকে মার্কিন বোমারু বিমান 'এনেলো গে' যাত্রা শুরু করেছিল হিরোশিমার দিকে। বারোজন বিমান সেনা আর দশ ফুট লম্বা আঠাশ ইঞ্চি পুরু মাপের পারমণবিক বোমা যার নাম রাখা হয়েছিল লিটল বয়, বিরোশিমার ওপর হাজির হয় ৮টা বেজে ১৫ মিনিট ১৭ সেকেন্ডে। মেজর টমাস ফেয়ারবির 'বম্ব অ্যাওয়ে' নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল পাল টিবেটর্স বিমানের ঢাকনা খুলে তাদের আদারের লিটল বয়কে নিচে ফেলে দিলেন। ৪৩ সেকেন্ড পর এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সকাল আটটা ষোলো মিটিটে হিরোশিমার আকাশ ছেয়ে গেল সূর্যকে স্নান করে দেওয়া আগুন শিখায় তাপমাত্রা হয়েছিল প্রায় ৫,৪০,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট, ওই মুহূর্তে বাতাসের গতিবেগ হয়েছিল সেকেন্ডে ১২০০ ফুট। বিস্ফোরণস্থলের ১০০০ গজের মধ্যে যা ছিল, গলে গেল সব। তনি লক্ষ নগরবাসীর মধ্যে, ৬০০০০ মধ্যে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। নভেম্বর মাসে সেই সংখ্যা, দেড় লাখ ছুঁয়ে ফেলল। ওই একই দিনেই শেষ নয়। দুটো দিন বাদে, সভ্যতা আবার দেখল সেই একই বীভৎসতা, সেই একই ভয়াবহ ঘটনা। এবার, নাগাসাকি। বোমার নাম, ফ্যাট ম্যান। নিক্ষিপ্ত হলো সকাল ১১ টা বেজে ১ মিনিটে। শহরের দু লাখ আশি হাজার মানুষের মধ্যে সোয়া লাখ মানুষের

মৃত্যু হল সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যান ধ্বংসপ্রাপ্ত এই দুই শহরে একদিক দিয়ে তাঁদের ভাগ্য ভালো। কেন না পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় যে ভয়ংকর শারীরিক মানসিক কষ্ট, তার থেকে বেঁচে গিয়েছিল তাঁরা। পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন বেশিরভগ জীবিত মানুষ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এমনকি শোনা যায় গত শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিকলাঙ্গ, অদ্ভুতদর্শন শিশু জন্ম নিয়ে চলেছে। ঘরবাড়ি, পরিবার পরিজন হারানো বিস্ফোরণের শিকার ওই অসহায় মানুষের হাহাকার আর কান্না যেন দেখিয়ে দিচ্ছে, মানবতার অধঃপতন কোন অতলে। তাঁদের সামনে সেই সময়ে মাথা নত করে ছিল সমস্ত পৃথিবী-লজ্জায়, বা আত্মধিক্কারে, কে জানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন প্রায় শেষ হয়ে যেতে বসেছে, বোঝাই যাচ্ছে পরিণতি কী, তখন এই মারণযজ্ঞ যেন কিছুটা মরার ওপর খাঁড়ার-ঘায়ের মতন যুদ্ধের প্রয়োজন নয়, যেন ভবিষ্যত দাদাগিরির লাইন ক্লিয়ার রাখার জন্যই এত কিছু। জাপান জার্মান আত্মশক্তিতে তো হেরে যাচ্ছিল। কিন্তু না, ইয়োরোপে শ্বেতাঙ্গ স্বজাতিদের ওপর নয়, পাশাপাশি দেশগুলোর ওপর কী প্রতিক্রিয়া, কথখানি—ওসব পরীক্ষা করবার জন্য এসিয়ার দেশ আদর্শ রূপে বেছে নেওয়া হল। হ্যাঁ, রাশিয়া তখন মিত্রশক্তিই-কিন্তু তাকেও একটু সমঝে দেওয়া গেল, দ্যাখো, আমরা কিন্তু ইচ্ছে করলেই পারি। ইচ্ছে করলেই, এই বোমা ফাটানোর খেলা আজ বিশ্বের অনেক ছোটোখাটো দেশও পারে। অনেক ভযাবহভাবে পারে। বন্ধুতা, বা সহায়তাদানের নামে প্রযুক্তি সরবরাহ, উন্নত বিশ্বের দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে অনেকদিন ধরেই। শুধু তো হিরোশিমা নাগাসাকি নয়, ইংল্যান্ডের উইন্সস্কেল, মার্কিন মুলুকে থ্রি-মাইলস আইল্যান্ড, বিকিনি অ্যাটল বা সম্প্রতি ঘটা চেরনোবিলের বীভৎসতাও তো আমরা দেখেছি। বিরামহীনভাবে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের এই প্রতিযোগিতা, রাজনীতির ক্রীড়নক হয়ে থাকা ছাড়া সমাজবিজ্ঞানী কি অর্থনীতিবিদদেরও যেন গতি নেই কোনও, পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে গেল।

একেকটি অতিমারি যেন বা সারা দুনিয়াকেই এইসব কথা নিত্য মনে করিয়ে দিয়ে যায়। ওহে মানুষ, অহং সংযত করো, আত্মস্থ হও না হলে সেদিনের আর বেশি দেরি নেই, যখন অভয়ারণ্যের পশুপাখির মতন মানুষকেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংস্করণ করতে হবে বিপন্ন প্রজাতি বলে ঘোষণা করতে হবে মানবজাতিকে।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

শতবর্ষে দীপালি নাগ

অরুণকুমার চক্রবর্তী

বেহালা চৌরাস্তার ইস্ট বীরেন রায় রোডের শেষ প্রান্তে বাগান ঘেরা বিরাট বাড়ি। নীচের তলায় সাজানো সুন্দর বৈঠকখানায় সবসময়ই লোজনের আনাগোনা। বেশিরভাগই সঙ্গীত জগতের সঙ্গে যুক্ত নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিয যিনি হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে হাসি মুখে সকলের সঙ্গে কথা বলছেন তিনিও সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। দীপালি নাগ। বাইশের বাইশ অর্থাৎ ১৯২২-এর ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম। ইতিমেধ্যেই নিঃশব্দে হয়ে গেছে তংার শতবর্ষের সূচনা। শস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে নামটি বদ্ধশ্রুতি। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে সহকারী প্রযোজক ছিলেন। সঙ্গীত সমালোচক ছিলেন দিল্লির স্টেটসসম্যান ও লিঙ্ক পত্রিকায়। কলকাতায় সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বশীল পদে ছিলেন বহুদিন। বছর তিরিশের আগের ঘটনা হলেও এখনও প্রতিটা মুহূর্তে বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আমার মেয়ে ওনার গ্যানের ছাত্রী ছিল। সেই সুবাদে মেয়ের সঙ্গে নিয়মিত ওঁর বাড়িতে গিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের গান শেখানোর পদ্ধতি দেখে ওনার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ি। একদিন সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের যেসব কথা বলে গেছেন সেগুলো গুছিয়ে দিখতে পারলে ইতিহাস হয়ে যাবে বৈকি।

বাবা জীবনচন্দ্র তালুকদার ছিলেন আগ্রা সেন্ট জল কলেজের মুঘল ইতিহাসের অধ্যাপক। মা তরুলতা ছিলেন গৃহবধু। বাড়িতে গান বাজনার চল ছিল। মা, বাবা, জ্যাঠামশাই সবাই গান গাইতে পারতেন। কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি টান একমাত্র বাবারই ছিল। বাড়িতে বড় বড় পণ্ডিত, উস্তাদদের আনাগোনা ছিল। একদিন উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব তার বাবার আমন্ত্রণে আগ্রার বাড়িতে এলেন। দীপালি তখন বছর আটেকের মেয়ে। ঘুরে ধুরে বেড়াচ্ছেন। দীপালি উস্তাদজিকে দেখে কোনো কথা বলেননি। হঠাৎ খাঁ সাহেব হুহকার দিয়ে তাঁকে বললেন, 'স্বর লাগাও বেটি'। সেই হুঙ্কারে দীপালির কণ্ঠ থেকে স্বর উধাও। তালুকদারকে উস্তাদজি ডাকতেন 'তালুক কেদার' বলে। তাঁকে ডেকে বললেন, বেটিকে দুধ ঘি খাওয়াতে। সেদিনের ঘটনা মনে পড়লে হাসি পায় আজও।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার জন্য কলকাতার শ্রোতারা একসময় দারুণ উৎসাহী হতেন। সারারাত তাঁরা বসে থাকতেন খোলা আকাশের নীচে, ফুটপাথে। প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে হয়ত গান হাইছেন বিখ্যাত কোনো উস্তাদ। বাইরে লাগানো মাইকের মাধ্যমে সেই গান শুনছেন অগণিত শ্রোতা। সেই ছবি এখন বদলে গেছে। কেন এমন হল?

প্রশ্নটা করতে দীপালি নাগ বললেন, এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম হল অনুষ্ঠানের আধিক্য। আগে শাস্ত্রীয় সঙ্গাতের অনুষ্ঠান হত বছরে দুটো কি তিনটি। কবে নভেম্বর মাস আসবে, সদারঙ্গ হবে সেই আশায় সবাই দিন গুণতাম। আর এখন উচচাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছে। ছোট বড় মিলিয়ে বছরে ৭০-৮০ টা আসর হয় এখন কলকাতায়। শ্রোতারা অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ পাচ্ছেন বেশি। তাই হলে বাইরে বসে গান শোনার প্রবণতা কমেছে স্বাভাবিকভাবেই।

---আপনি কি মনে করেন সঙ্গীতের মান আগের চেয়ে নিম্নগামী? ---না, এ ব্যাপারে আমি যথেষ্টই আশাবাদী। তবে একটা কথা সুস্পষ্ট ধ্রুপদ, ধামারের মর্যাদা একেবারেই নেই। টপ্পা, ঠুংরি জাতে ভাটা পড়ে এসেছে। খেয়ালের প্রসার বেড়েছে। তা বলে রাগ-সঙ্গীত হারিয়ে যায়নি। সঙ্গীতের ধারায় নতুন বাঁক এসেছে বলা যায়।

সঙ্গীতের নতুন বাঁক সম্পর্কে বিশদভাবে বোঝাতে গিয়ে তিনি সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির প্রসঙ্গ তুললেন। সেখানে পাঁচ -ছয়া ঘরানার শিক্ষকদেরদিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয় নির্দিষ্ট ঘরানার শিক্ষার্থী হয়েও, সকাল থেকে সন্ধে বিভিন্ন ঘরানার পরিবেশের মধ্যে থেকে

ওরা সব ঘরানাই নিতে চাইছে। আগেরকারদিনের উস্তাদজিরা শিষ্যদের নিজের কাছে বেঁধে রাখতে চাইতেন।। সে বাঁধন এখন খুলে গেছে।

প্রবীণা সঙ্গীতজ্ঞের এ বক্তব্যের প্রমাণ তাঁর সঙ্গীতময় জীবন আট বছর বয়সে বাবার উৎসাহে সহগীত শিক্ষার গুরু মা'স অসুস্থতার জন্য তখন ঘন ঘন কলকাতায় আসতে হত আগ্রা থেকে। কলকাতায় এসে জীবনে পেলেন দু'জন মানুষ---কুমার শচীনদেব বর্মন এবং গিরীজা শহকর চক্রবর্তীকে। ১৯৩৬ সালে আগ্রা ঘরানার উস্তাদ বশির খাঁ হয়ে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বাঁধলেন। ওদের কাছে তালিমপ্রাপ্ত কিশোরী দীপালি প্রথম রেকর্ড করেন ১৯৩৯ সালে। সেই বছরেই আকাশবাদী কলকাতা কেন্দ্র থেকে সঙ্গীত পরিবেশনও করেন। ইতিমধ্যেই এইচএমভি-র এক বড় কর্তা মি. সোমের মাধ্যমে দীপালির আলাপ হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। প্রাথমিক পরিচয় পর্ব মিটে যাওয়ার পর কবি তাঁকে একখানা গান লিখে দিলেন। বাড়িতে গিয়ে কিশোরী দীপালি তাতে সুর বসালেন। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের জয়জয়ন্তী রাগের ওপর ছোট খেয়ালের অনুরকরণে। গানটি ছিল মেঘ মেদুর বর যায়। তারপরের কাহিনি তো ইতিহাস প্রথম সুযোগেই কর মাধুর্য ও সুরের দোলায় সঙ্গীতরস পিপাসু শ্রোতার হৃদয়ে নিজেকে আলাদা করে প্রতিভাত করতে পেরেছিলেন সেদিনের নবীন শিল্পী। তাঁর তান, সরগম, বোলতান, লয়কারী সহ গায়কী ছিল অসাধারণ। তারপর আর পিছনে তাকানো নয়।

শুধু দেশের মাটিতেই নয়, বিদেশের মাটিতেও তাঁর সাফল্য ছিল গর্ব করার মতো। পৃথিবীর বিবিন্ন প্রান্তে সঙ্গীত পরিবেশন করা ছাড়াও ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতীয় সঙ্গীতের ওফর আলোচনা সভায় যোগদান করেছেন, লন্ডন, মস্কো, কাবুল, ইরান, কলম্বো, বাংলাদেশ, স্টকহোম, গ্রিস প্রভৃতি দেশে। এরই মধ্যে লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজে তুলনামূলক সঙ্গীত নিয়ে কাজের সূত্রে বহু বিগগ্ধজানের প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছেন দীপালি নাগ।

শ্রীমতি গান ১৯৭৯ সাল থেকে কলকাতার সঙ্গীত রিসার্চ আকাডেমির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যেখানেই দায়িত্ব নিয়েছেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত যেন ঘিরে থাকত দীপালিদেবীকে। রাগ সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করাই তাঁর চিরকালের স্বপ্ন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার কাজ চালনো ছাড়াও লুপ্তপ্রায় রেকর্ড সংগ্রহের ব্যাপারেও অ্যাকামেডির উদ্যোগ প্রশাসনীয়। দীপালিদেবী একবার কলকাতার গোর্কি সদনে একশো জন শিল্পীর সমবেত সঙ্গীত অনুষ্ঠান জয় জয়ন্তী করেছিলেন। আসলে উচ্চাঙ্গ সহগীতও যে সমবেতভাবে গাওয়া যায় তিনি তা করে দেখিয়েছেন। তাছাড়া ছোটদের নিয়ে দুরদর্শনে অলঙ্কার থেকে তারানা করে প্রমাণ করেছেন সমবেত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্ভব। পরিচিত উপকরণ গরগমকে ভেঙে বিভিন্নবাবে সঞ্চারিত করার নতুন পদ্ধতি 'মারাখণ্ড' করেছেন। এসবই রাগ সঙ্গীতকে নিয়ে তাঁর পরীক্ষানিরাক্ষার ফল। আগ্রা ঘরানার টানেই হয়ত আন্যন্য গান গাইতে পছন্দ করতেন না দীপালি। অথচ নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে নজরুলের গান হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রাণের আরাম।

শ্রীমতি নাগকে প্রশ্ন করলাম, আপনি সহগীত পরিবেশনের চেয়ে শিক্ষাদানকেই বেশি পছন্দ করেন কেন? প্রত্যয় মেশানো কণ্ঠে শিল্পী বললেন, 'আমি বুদ্ধিমতী মহিলা বলেই গাই না। কেউই চিরকাল এক জায়গায় থাকতে পারে না। তাই সময়মতো নিজের মূল্যায়ন করে খ্যাতির শীর্ষে থেকেই শিক্ষকতা ও প্রোডাকশনের দিকে সরে আসি। ফলে এখনো আমি যে মর্যাদা ও সম্মান পাই, আমরা সমসাময়িক শিল্পীরা অনেকেই তা থেকে বঞ্চিত। আগ্রা ঘরানার ধারক ও বাহক হয়ে একমাত্র বাঙালি মহিলা শিল্পী হিসেবে তিনি যেসব কাজ করে গেছেন সেগুলো আজও বিস্ময় জাগায়। তাই সম্প্রতিক রাগ সঙ্গীতের শ্রোতা সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন জানতে চাইলাম। দীপালি নাগ কী যেন একটু বাবলেন। তারপর বললেন, এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারব না। কারণ আমি যে জগতে বিচরণ করি তার সবটাই শাস্ত্রীয়। অনুষ্ঠান, আলোচনার বক্তৃতা সর্বত্রই উচ্চাঙ্গা সঙ্গীতের পরিবেশ। এর বাইরে খুব একটা যাই না। মাঝপথে শিল্পীকেহাততালি দিয়ে উঠিয়ে দিচ্ছে, এমন দেখিনি, তবুও চেনা শ্রোতার বারিে কিছু তো থাকেই। উচ্চাঙ্গা সঙ্গীতের জগতে আগ্রা ঘরানার এই অসামান্য শিল্পীকে তার জন্মশতবর্ষে প্রাক্কালে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।(সৌজন্যে- দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার বিভিন্ন দাবি নিয়ে অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

ডেন্টাল কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে প্রায় ৩ হাজার ভুয়ো দন্ত চিকিৎসকের নাম

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি স)। রাজ্যে জুড়ে ছড়িয়ে হাজার হাজার ভুয়ো দন্ত চিকিৎসক। রীতিমত ভাড়ায় মিলছে রেজিস্ট্রেশন নম্বরও। কয়েক বছর আগেই রাজ্য জুড়ে একের পর এক ভুয়ো চিকিৎসকের সন্ধান মিলেছিল। বেশ কিছুদিন হইচইয়ের পর সেসবই ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু ভুয়ো চিকিৎসকদের কারবার যে বন্ধ হয়নি, তা ফের স্পষ্ট হয়ে গেল। তবে শুধু সাধারণ চিকিৎসকই নন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েক হাজার ভুয়ো দন্ত চিকিৎসকও ছড়িয়ে রয়েছে বলে প্রমাণ পেল রাজ্য ডেন্টাল কাউন্সিল। রাজ্য ডেন্টাল কাউন্সিলের সদ্য নির্বাচিত সভাপতি রাজু বিশ্বাসের অভিযোগ, গোটা রাজ্য জুড়েই অসংখ্য ভুয়ো দাঁতের চিকিৎসক ছড়িয়ে রয়েছে। কোনওরকম প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই তারা মানুষের চিকিৎসা করছেন। এই ধরনের দাঁতের চিকিৎসার জেরে রোগীদের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, সেরমই বিনা প্রশিক্ষণে এই ধরনের চিকিৎসা করায় থুতু বা লালার মাধ্যমে এক রোগীর থেকে অন্যজনের শরীরে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে বলেও অভিযোগ করেছেন রাজ্য ডেন্টাল কাউন্সিলের সভাপতি। গত কয়েকদিনের মধ্যে ডেন্টাল কাউন্সিলের ওয়েবসাইট দু" বার হ্যাক করা হয়েছে বলে অভিযোগ। রাজ্যে ৮ হাজার দন্ত চিকিৎসকের নাম ডেন্টাল কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু হ্যাক হওয়ার পর দেখা যায়, ডেন্টাল কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে প্রায় ১১ হাজার দন্ত চিকিৎসকের নাম রয়েছে। অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার ভুয়ো চিকিৎসকের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডেন্টাল কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

রাজুবাবুর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, রাজ্যের বেশ কয়েকজন নামী দন্ত চিকিৎসকের খোঁজ মিলেছে, যাঁরা নিজেদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর এই ভুয়ো চিকিৎসকদের ব্যবহারও করতে দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই ভুয়ো চিকিৎসকরা আসল চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন নম্বরও ব্যবহার করছে। যেমন সল্টলেকের বাসিন্দা শৌণক রায়। ২০০৬ সালে বিডিএস ডিগ্রি পান শৌণক বাবু। বর্তমানে খড়দহের বলরাম হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত তিনি। সম্প্রতি শৌণক রায় জানতে পারেন, তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করেই কৃষ্ণনগরে রীতিমতো চেম্বার খুলে রোগী দেখছেন বি মণ্ডল নামে এক ভুয়ো দাঁতের ডাক্তার। বিষয়টি জানতে পেরেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন শৌণক বাবু। অভিযোগ, এই ধরনের ভুয়ো চিকিৎসকদের জন্যই প্রকৃত চিকিৎসকদের বদনাম হচ্ছে।

২ দিনের জেলা সফরে মমতা

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি. স.) : সোমবার ফের ২ দিনের জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে যাবেন তিনি। ঘুরে দেখবেন সেখানকার বন্যা পরিস্থিতি। কথা বলবেন স্থানীয়দের সঙ্গে। বুধবার বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে আমতা গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আকাশপথে তিন জেলার প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনের কথা ছিল তাঁর। তবে বাদ সাধে আবহাওয়া। সকাল থেকে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যজুড়ে চলে প্রবল বৃষ্টি। তার ফলে খানাকুলে হেলিকপ্টার অবতরণে তৈরি হয় জটিলতা। কার্যত বাধ্য হয়েই আকাশপথে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত বাতিল হয়। সড়কপথে আমতার উদ্দেশে পাড়ি দেন তিনি। প্লাবিতদের যাতে খাবার ও পানীয় জলের কোনও অভাব না হয়, জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকদের সেদিকে খেয়াল রাখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৭১৭ জন

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি. স.): ফের স্বস্তির খবর। রাজ্য জুড়ে সামান্য নামল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৭১৭ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭১৭ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৩২, ৩৭৯। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,২০২। পরিসংখ্যান বলছে কলকাতায় এদিন করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি।অপরদিকে একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৭৮৭। যার জেরে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে দাঁড়িয়েছে ৯৮.১২ শতাংশ। রাজ্যে করোনার একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে৪৭,৭৭৩টি।

অসম : লক্ষ্মীপুরে পুলিশি অভিযানে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার দুই

লক্ষ্মীপুর (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর মহকুমা সদরের পার্শবর্তী ফুলেরতল নয়াগ্রামে পুলিশি অভিযানে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই নেশাদ্রব্য পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর মহকুমার এসডিপিও কুলপ্রসাদ ভট্টাচার্যে নেতৃত্বে লক্ষ্মীপুর থানার পুলিশ বাহিনী ফুলেরতল নয়াগ্রামে এক অভিযান চালিয়ে দুই ড্রাগস পাচারকারীকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। গোপন সূত্রের নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে লক্ষ্মীপুরের এসডিপিও কুলপ্রসাদ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীপুর থানার এএসআই আব্দুল কালাম মজুমদার সহ একদল পুলিশ বাহিনী আজ দুপুর বারোটা নাগাদ নয়াগ্রামে এই অভিযান চালান। পুলিশের অভিযানে দশ হাজার নেশা জাতীয় ইয়াবা ট্যা।বলেট সহ দুই ড্রাগস পাচারকারীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃত দুই ড্রাগস কারবারিকে মণিপুরের জিরিবাম থানাধীন আহম্মদাবাদ গ্রামের জনৈক লতিবুর রহমান লস্করের ছেলে হোসেন লস্কর এবং একই গ্রামের সৈকত আলির ছেলে মিরাজ উদ্দিন। ধৃত দুই নেশা কারবারিকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / বিশু / সমীপ

জরুরি প্রয়োজনেই ছাড়া হবে জল, প্লাবিত এলাকার জনতাকে স্বস্তি দিল ডিভিসি

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : নিম্নচাপ এবং সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজেছিল বাংলা। বৃষ্টির জলে জলস্তর বাড়ায় জল ছাড়ে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। আর তার ফলে প্লাবিত হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জল ছাড়া বন্ধ রাখল ডিভিসি মাইথন ও পাঞ্চেত ড্যাম। হাইড্রলিক অপারেশনের জন্য যেটুকু জল ছাড়তে হয়, সেটুকুই ছাড়া হচ্ছে বলে জানাল ডিভিসি কর্তৃপক্ষ।
জানা গিয়েছে, এখন ১৫ হাজার কিউসেক করে জল ছাড়া হচ্ছে দুটি ড্যামে। অর্থাৎ মোট ৩০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়। দুটি ড্যামেই একটি করে লক গেট খোলা হয়েছে। এই মুহূর্তে ৪৯০ ফুট জল রয়েছে মাইথনে। পাঞ্চেতে রয়েছে ৪২৩ ফুট। নতুন করে বৃষ্টিপাত হয়নি। ফলে জলস্তরও বাড়েনি। মাইথন পাঞ্চেত-সহ ঝাড়খণ্ডের মালভূম অঞ্চলে শুষ্ক আবহওয়া ও ঝলমলে রোদ থাকায় আপাতত স্বস্তি দামোদর উপত্যকা এলাকায়। শুক্রবার দেখা যায় মাইথন ও পাঞ্চেত ড্যাম জলে কানায় কানায় পূর্ণ রয়েছে। মাইথন ড্যাম সংলগ্ন বাথানবাড়ি সিধাবাড়ি বৃন্দাবনী গ্রামের কাছাকাছি জল পৌঁছে গিয়েছে। আশঙ্কা ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলেই জল ছাড়ার পরিমান বাড়াতে হবে ডিভিসিকে। তখন ফের বানভাসি হতে পারে দামোদর নিম্ন উপত্যকা এলাকা।

কাছাড়ের আন্তঃরাজ্য সীমান্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তদারকি

শিলচর (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত মিজোরাম সীমান্তের খুলিছড়া এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তদারকি করার জন্য প্রতিদিন একজন করে ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাছাড়ের জেলা প্রশাসন সীমন্তে প্রতিদিন নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদের তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকা অনুযায়ী, রবিবার মৃন্ময় হালই (ফোন নম্বর ৯৮৫৪০৮৭৯৩০), সোমবার রাজজ্যোতি বরা (৯৮১৮৫৪৮৭২২), মঙ্গলবার অবিনাশ পাল (৮৬৩৮৯৮০৬৬০), বুধবার যত্রকান্ত কর্মকার (৬০০২৯৫২৩১), বৃহস্পতিবার আরিফ আহমেদ চৌধুরী (৯৬১৩৩৩০১৭৯)স শুক্রবার হোসেন মোহাম্মদ মুবিন (৭০০২৮৩৭৭৯১) এবং শনিবার বিপ্লব কুমার বরদলৈ (৮৬৩৮১৫৫৪৯৭)। তাঁরা প্রত্যেকে নির্ধারিত দিনে খুলিছড়া সীমান্ত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে বলা হয়েছে।

পাকিস্তানের সঙ্গে নিয়মিত আর্থিক লেনদেনের দায়ে এনআইএ-এর নজরে তারকেশ্বরের দুই যুবক

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি স)। বুধবার তারকেশ্বরের বাজেমোড়া গ্রামে সাদ্দাম হোসেন নামে ওই যুবকের বাড়িতে হানা দেয় এনআইএ। কর্মসূত্রে সাদ্দাম থাকে জম্মুতে। এদিন হুগলি গ্রামীণ পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি ওই যুবকের বাড়িতে হানা দেয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার অধিকারিকরা। স্থানীয়দের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকায় পুলিসের সঙ্গে বিশেষ কয়েক জন ব্যক্তি তাদের এলাকায় ঘোরাফেরা করতো। সাদ্দামের বাবা সেখ আব্দুর রহমান জানান, এদিন বাড়িতে এসে এনআইএ বাড়িতে ৩ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায়। এনআইএ জানিয়েছে ছেলে ও এলাকার যুবক নিজাম সরকারের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে পাক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লেনদেন রয়েছে। কিন্তু আমার ছেলে কোনওভাবে এতে জড়িত নয়। তার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতো নিজাম। সূত্রের খবর ওই দুই যুবককে পাকড়াও করতে একাধিক ফাঁদ পাততে ওই এলাকায় একাধিক বার এসেছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা। পাশাপাশি আরও জানা যাচ্ছে, কাজের সন্ধানে প্রথমে গুজরাটে যায় সাদ্দাম। সেখান থেকে জম্মু। পরে ফের গুজরাটে ফিরে আসে। অন্যদিকে, বেশ কয়েক মাস ধরে বেপাত্তা নিজাম।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা বিরোধী দলনেতার

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি. স.) : সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবু টুইটে লিখেছেন, "স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ব্রিটিশ রাজত্বকালের প্রথম রাজনৈতিক নেতাদের একজন। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনকারী দ্বিতীয়।" প্রসঙ্গত, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০ নভেম্বর, ১৮৪৮ — ৬ আগস্ট, ১৯২৫) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগের একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা। পরে এ দলটিকে নিয়ে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁকে রাষ্ট্রগুরু সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। ২৬ জুলাই, ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ সর্ব আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারত সভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ সাল হতে তিনি 'দি বেঙ্গলি' নামে একটি কাগজ সম্পাদনা করতেন এবং নির্ভিক ও ঔৎসুক চিত্তে জাতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিশেষ করে জাতীয় সংস্কৃতি, একতা, স্বাধীনতা ও মুক্তির বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। এছাড়াও, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৭৬-১৮৯৯ সাল পর্যন্ত একাধারে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনেরও সদস্য হিসেবে ছিলেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শিলচর সিভিল হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে জেলাশাসকের দ্বারস্থ "মার্চ ফর সায়েন্স"

শিলচর (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : "মার্চ ফর সায়েন্স" শিলচর চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে শিলচর সিভিল হাসপাতালের অব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে একটি স্মারকপত্র কাছাড় জেলা প্রশাসন আয়োজিত "অভিযোগের প্রতিকার" সভায় পেশ করা হয়েছে।
সংস্থার পক্ষ থেকে কমল চক্রবর্তী আজ প্রশ্ন করেন, প্রতি বছর সিভিল হাসপাতালে প্রায় এক লক্ষ মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। সেখানে শত বছরেও ৫০টির বেশি শয্যার ব্যবস্থা করা হল না কেন? তিনি এও বলেন, গত বছর হাসপাতালের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও আইসিইউ তৈরির ঘোষণা হলেও সদ্য ঘোষিত রাজ্যের বাজেটে এ ব্যাপারে কোনও উল্লেখ নেই কেন? দুই বছর আগে ব্লাড ব্যাংক করা হলেও কর্মী ও পরিকাঠামোর অভাবে সেটা এখনও ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না কেন? এখানে কোনও শল্য, দন্ত ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই কেন? প্রসূতি সম্পর্কিত সার্জারি ছাড়া কোনও রকম সার্জারি করা হয় না কেন?
প্রশ্নগুলো শুনে জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায় বলেন, ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। আইসিইউ ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের পরিকাঠামোর মধ্যে রয়েছে। চিকিৎসক নিয়োগ করা নিয়ে সরকারের ভাবনা চিন্তা রয়েছে। তবে কবে হবে তা বলা কঠিন। সংস্থার পক্ষ থেকে এও বলা হয়, অ্যাম্বুলেন্স অনেকগুলো থাকলেও কাজ করে মাত্র একটি, বাকিগুলো কেন নষ্ট হয়ে রয়েছে? বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও অনেক পুরনো, কেন? জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ব্লাড ব্যাংকের ব্যাপারে যথ দ্রুত সম্ভব কাজ করা হবে। আধুনিক বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে সংস্থাকে জানানো হবে বলেও জানান তাঁরা।
অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বলা হয়েছে, নতুন করে সিভিলের জন্য আর অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হবে না। রোগী বহনের জন্য ১০৮ পরিষেবাকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। আর অকেজো হয়ে পড়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সগুলো পরিবহণ বিভাগের পক্ষ থেকে পরীক্ষা করার পর নিলাম করা হবে।
মার্চ ফর সায়েন্সের পক্ষ থেকে এদিন জানানো হয়েছে, সিভিল হাসপাতালের হাল ফেরাতে আগামী দিনে জেলার অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে সবাইকে নিয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। আজ স্মারকপত্র প্রদান কালে হিল্লোল ভট্টাচার্য, রাহুল রায়, কৃষাণু ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

হাইলাকান্দি জেলায় দিব্যাঙ্গ শনাক্তকরণ শিবির ৯ আগস্ট থেকে

হাইলাকান্দি (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় দিব্যাঙ্গ লোকদের শনাক্তকরণ করা হবে। আগামী ৯ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত হাইলাকান্দি জেলার পাঁচটি উন্নয়ন খণ্ড এলাকায় দিব্যাঙ্গদের শনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে।
আজ শুক্রবার হাইলাকান্দির জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে অতিরিক্ত জেলাশাসক পল্লবী সরকারের (আইএএস) পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় জেলার বিশেষভাবে সক্ষমদের শনাক্ত করে শংসাপত্র প্রদানের জন্য ব্লক ভিত্তিক শনাক্তকরণ শিবির আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভার শুরুতে দিব্যাঙ্গদের শনাক্তকরণ শিবির আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা সদর মহকুমাশাসক জ্যোতির্ময় দৈমারি। সভায় 'ডিজেবিলিটি স্ক্রিনিং ক্যাম্প'-কে সর্বাত্মক সফল করে তুলতে স্বাস্থ্য বিভাগ, বিডিও, সিডিপিও, সমাজকল্যাণ বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ সহ চাইল্ডলাইন সংগঠন ইত্যাদি সরকারি বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন সভার সভাপতি তথা অতিরিক্ত জেলাশাসক পল্লবী সরকার। তিনি শারীরিকভাবে সক্ষমদের শনাক্ত করতে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেরও সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, যাদের ডিজেবিলিটি সার্টিফিকেট রয়েছে তাদেরকে এই স্ক্রিনিং ক্যাম্পে আসতে হবে না। এদিনের সভায় ৯ আগস্ট হাইলাকান্দি জেলা সদরের সরকারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ১৬ আগস্ট দক্ষিণ হাইলাকান্দির মণিপুরের মডেল হাইস্কুল, ২৩ আগস্ট কাটলিছড়া চালমার্স উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩০ আগস্ট আলগাপুর পাবলিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দিব্যাঙ্গ শনাক্তকরণ শিবির আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
নির্ধারিত দিনগুলোতে বিশেষভাবে সক্ষমদেরকে সকাল নয়টায় উপস্থিত হয়ে প্রথমে কোভিডের র্যা পিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করে তার পর নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। কোভিড প্রটোকল মেনেই শিবির অনুষ্ঠিত হবে। তাই একজন দিব্যাঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গে মাত্র একজন সহযোগী থাকতে পারবেন। স্ক্রিনিং ক্যাম্পটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে এদিন বিভিন্ন বিভাগকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রতিটি শিবিরে নেহরু যুব সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা সহযোগিতা করবেন। শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে নিয়োজিত শিক্ষকরা নাম পঞ্জিয়নে সহযোগিতা করবেন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বসবাসকারী শারীরিক বিশেষ সক্ষমদেরকে শিবিরে উপস্থিত করানোর জন্য ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে সভায় বিডিওদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।
প্রত্যেকটি শিবিরে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু, অস্থি, ইএনটি ইত্যাদি বিভাগের চিকিৎসকরা উপস্থিত হয়ে দিব্যাঙ্গদের চিহ্নিত করবেন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কোনও দিব্যাঙ্গ মানুষ যাতে শনাক্তকরণ থেকে বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করতে সভায় বিডিও, সিডিপিওদের বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেন সদর মহকুমাশাসক জ্যোতির্ময় দৈমারি। তিনি চাইল্ড লাইনকেও এক্ষেত্রে তৎপর হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সভায় জেলার পাঁচটি ব্লকের বিডিও, সিডিপিও, যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা, চাইল্ড লাইন, সমাজ কল্যাণ বিভাগের আধিকারিক, ইন্সপেক্টর অব স্কুলস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মিজোরামের বৈঠকে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ব্রাত্য কেন, প্রশ্ন রাইজর দলের

হাইলাকান্দি (অসম), ৬ আগস্ট (হি.স.) : মিজোরাম সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বরাকের একমাত্র মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ব্রাত্য কেন, মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে রাইজর দল। পাশাপাশি মিজোরাম সফরকে হাস্যকর বলেও উড়িয়ে দিয়েছে দল।
রাইজর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর আজ শুক্রবার হাইলাকান্দিতে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, অসম-মিজোরাম সীমান্তের জমি বিবাদ দীর্ঘ বছরের। মিজো আগ্রাসনের শিকার কাছাড় জেলার ধলাই থানাধীন বহু গ্রাম। গত ২৬ জুলাই মিজোরামের দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে শহিদ হয়েছেন অসম পুলিশের ছয় জওয়ান। গোটা এলাকাটি ধলাই বিধানসভা আসনের অধীনে। এই আসনের চারবারের বিধায়ক হচ্ছেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। তাঁর বিধানসভা এলাকায় কতটুকু জমি মিজোরাম দখল করেছে, মিজো আগ্রাসন তিনি দীর্ঘ বছর ধরে প্রত্যক্ষ করে আসছেন। অথচ তাঁকেই মিজোরাম সফরে ব্রাত্য রাখা হয়েছে।
রাইজর দলের নেতা জহির উদ্দিন লস্কর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা গত ২৬ জুলাইর ঘটনার পর রাজ্যের দুই মন্ত্রী যথাক্রমে সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী অতুল বরা ও কাছাড়ের অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংঘলকে আইজল পাঠিয়েছিলেন। এতে রাইজর দলের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এই সফরে কাছাড় জেলা তথা বরাক উপত্যকার একমাত্র মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে কেন ব্রাত্য রাখা হল? কেন বরাকের পনেরো বিধায়কের মধ্যে একজনকেও দুই মন্ত্রীর সফরসঙ্গী করে পাঠালেন না মুখ্যমন্ত্রী, এমন প্রশ্নও ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। বরাকের বিধায়করা কি দুই মন্ত্রীর সফরসঙ্গী হওয়ার যোগ্য নন? জহির উদ্দিনের ভাষায়, স্থানীয় বিধায়ক বা মন্ত্রী হয়ে পরিমল শুক্লবৈদ্য সহ বরাকের বাকি বিধায়করা মিজোরামের আগ্রাসন যতটুকু কাছে থেকে দেখেছেন, ততটুকু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কয়জন বিজেপি বিধায়ক দেখেছেন বা জানেন? কোনও রাখঢাক না রেখে সরাসরি এই প্রশ্ন তুলে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা তথা রাইজর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন বলেন, মিজোরামের দুষ্কৃতকারীরা অসমের ছয় পুলিশ জওয়ান ও একজন নাগরিককে হত্যা করেছে। অথচ অসমের দুই মন্ত্রী আইজল গিয়ে সেখানকার মন্ত্রী, আমলাদের অসমিয়া গামোছা গলায় পরিয়ে তাঁদেরকে সংবর্ধিত করছেন। এতে কী বার্তা দিলেন হিমন্তের দুই মন্ত্রী, প্রশ্ন জহিরবাবুর। এখানেই শেষ না করে জহির উদ্দিন আরও বলেন, মিজোরামের মাত্র ১২ লক্ষ জনগণের কাছে অসমের সাড়ে তিন কোটি জনগণের সরকার মাথা নিচু করেছে। এর কারণ ব্যাখ্যা দিয়ে রাইজর দলের নেতা বলেন, মিজোরামের দুষ্কৃতকারীরা অসমের জমি জবরদখল করার পাশাপাশি ছয় পুলিশ জওয়ানকে হত্যা করেছে। অসমে বিজেপি সরকারের উচিত ছিল মিজোরামের মন্ত্রী, আমলাদের শিলচর বা গুয়াহাটি ডেকে এনে বৈঠক করানো। কিন্তু আজব হিমন্তবিশ্ব শর্মার সরকার। উল্টো মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর ক্যাবিনেটের দুই মন্ত্রী ও শীর্ষ আমলাকে আইজলে পাঠিয়েছেন বৈঠক করতে, যা রীতিমতো হাস্যকর। তিনি বলেন, মূলত আইজল গিয়ে সে রাজ্যের সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে এসেছেন অসম সরকারের দুই মন্ত্রী। তাদেরকে গলায় অসমিয়া গামোছা পরিয়ে অসমিয়া গামছোর অপমান করা হয়েছে, মন্তব্য জহির উদ্দিনের।

আগরতলা সিটুর উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ। শুক্রবার। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ঘুমের ওষুধের মতো কাজ করে এই খাবার গুলো

ঘুমের সমস্যায় থাকেন অনেকেই। রাত হলে সময় মতো বিছানায় যান ঠিকই কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই! ঘুমের জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাতের প্রায় অর্ধেকটাই পার হয়ে যায় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে। এমন সমস্যায় যারা আছেন, তারা অনেকেই ঘুমানোর জন্য ওষুধের সাহায্য নিয়ে থাকেন। কিন্তু ঘুমের ওষুধে রয়েছে মারাত্মক ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

তাই কিছু সাধারণ খাবারও হতে পারে আপনার ঘুমের ওষুধের বিকল্প। এগুলোর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই। তাই অনিদ্রার সমস্যা সমাধানের জন্য নির্ভয়ে এবং নির্বিঘ্নেই খেতে পারেন এই সব খাবার। জেনে নিন তেমনই কিছু খাবারের সম্পর্কে, যেগুলো হতে পারে আপনার ঘুমের ওষুধের বিকল্প।

হালকা গরম দুধ

হালকা গরম দুধ অনায়াসেই ঘুমের ওষুধের বিকল্প হতে পারে। যারা রাতে ঠিক সময়ে ঘুমাতে পারছেন না বা বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে সারা রাত কাটাচ্ছেন, তারা রাতে ঘুমানোর আগে হালকা গরম দুধ খেয়ে শুতে পারেন। দুধে আছে ট্রাইপটোফান ও এমিনো অ্যাসিড, যা শরীরে ঘুমের আবেশ সৃষ্টি করে। এছাড়াও দুধের ক্যালসিয়াম মস্তিষ্কে ট্রাইপটোফান ব্যবহারে সহায়তা করে। এক গ্লাস দুধ খেলে আপনার মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যায় এবং শরীর কিছুটা হলেও শিথিল হয়ে আসে। ফলে সহজেই ঘুম চলে আসে।

পাকা কলা

কলা খেলে রাতে ভাল ঘুম হয়। কলাকে ঘুমের ওষুধের বিকল্পও বলা যেতে পারে। কলায় আছে ম্যাগনেসিয়াম যা মাংসপেশীকে শিথিল করে। এ ছাড়াও কলা খেলে মেলাটোনিন ও সেরোটোনিন হরমোন নির্গত হয়ে শরীরে ঘুমের আবেশ নিয়ে আসে। তাই যাদের ঘুম হয় না, তারা রাতের খাবারের সঙ্গে কলা রাখতে পারেন।

আলু

সেদ্ধ আলু বা রান্না করা আলু আপনার রাতের ঘুমের সহায়ক একটি খাবার হতে পারে। আলু খেলে ট্রাইপটোফানের সাহায্যে হাই তোলায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী এসিড নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আপনার মস্তিষ্ক বেশ দ্রুতই আপনাকে ঘুমিয়ে পড়তে সহায়তা করতে পারে।

মধু

মস্তিষ্কে ওরেক্সিন নামের একটি নিউরোট্রান্সমিটার আছে, যা মস্তিষ্ককে সচল রেখে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কে গ্লুকোজ প্রবেশ করে এবং ওরেক্সিন উতপাদন বন্ধ করে দেয় কিছু ক্ষণের জন্য। যা আপনাকে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে সহায়তা করবে।

বাদাম

রাতের ঘুমের জন্য আরেকটি উপকারী খাবার হলো বাদাম। যাদের রাতে ঘুমাতে সমস্যা হয় তারা প্রতিদিন রাতের খাবারে ১০/১২টি বাদাম খেলে রাতের ঘুম ভাল হবে।

ওটমিল

যারা ওজন সমস্যায় থাকেন তারা অনেকেই ওটমিল খেয়ে থাকেন। ওটমিলে আছে ঘুমে সহায়ক মেলাটোনিন। তাই রাতের খাবার হিসেবে ওটমিল খেলে একদিকে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে, অন্যদিকে আপনার রাতের ঘুমটাও ভাল হবে।

শরীরের স্ট্রেচ মার্ক দূর হবে এই ৬টি উপায়েই

শরীরে বাড়তি মেদ জমে গিয়েছিল। সেটি ঝরিয়ে এখন সুন্দর ছিপছিপে চেহারা পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মেদ ঝরে যাওয়ার পর নতুন করে চিন্তা বাড়িয়েছে শরীরের বিভিন্ন অংশের স্ট্রেচ মার্ক বা অবাঞ্ছিত দাগ। তবে ঘরোয়া উপায় কাজে লাগিয়ে সহজেই স্ট্রেচ মার্ক দূর করা সম্ভব। জেনে নিন তেমনই কয়েকটি অব্যর্থ ঘরোয়া উপায়!

প্রতিদিন যে কোনও ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে আমন্ড অয়েল মিশিয়ে নিন। এরপর সেই মিশ্রণ স্ট্রেচ মিশ্রণের উপর লাগিয়ে ফেলুন। কয়েক মিনিট রেখে দেওয়ার পর, তা ধুয়ে ফেলুন। স্ট্রেচ মার্ক দূর হবে।

লেবুর রসের সঙ্গে বেকিং সোডা মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এরপর স্ট্রেচ মার্ক বা দাগের ওপর ব্যবহার করুন ওই মিশ্রণ। গরম জল দিয়ে ধুয়ে, মশ্চারাইজার লাগান। উপকার পাবেন।

স্ট্রেচ মার্ক দূর করতে লেবুর রসও ব্যবহার করতে পারেন। প্রতিদিন স্ট্রেচ মার্কের উপর লেবুর রস মেখে নিন। এরপর ১০ মিনিট রেখে গরম জল দিয়ে ধুয়ে মশ্চারাইজার লাগান। উপকার পাবেন।

একটি বোতলে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ভরে নিন। এরপর প্রতিদিন স্ট্রেচ মার্কের উপর সেটা স্প্রে করুন। ঘুমোতে যাওয়ার আগে প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যবহার করুন অ্যাপেল সিডার ভিনিগার। এরপর সকালে তা ধুয়ে ফেলুন। উপকার পাবেন।

স্ট্রেচ মার্ক নির্মূল করতে হলুদও বেশ উপকারী। দই-এর সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে যদি স্ট্রেচ মার্কের উপর ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে উপকার পাবেন। প্রতিদিন ওই মিশ্রণ স্ট্রিয়াচ মার্কের উপর লাগাতে হবে এবং ধুয়ে ফেলতে হবে গরম জল দিয়ে। এরপর সেখানে মশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। দূর হবে স্ট্রেচ মার্ক। স্ট্রেচ মার্ক দূর করতে ব্যবহার করুন জোজোবা অয়েল। প্রতিদিন যদি আপনি জোজোবা অয়েল ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে যেমন ত্বক নরম থাকবে, তেমনি সেখানে নতুন করে কোষও তৈরি হবে।

হাত ও পায়ে রোদে পোড়াভাব দূর করার ঘরোয়া উপায়

পায়ের ত্বকে স্যান্ডেল ফিতার অংশটুকু সাদা বাকিটা গাঢ় বর্ণ হয়ে আছে। কিংবা হাতের ঢাকা অংশটুকু বাদে বাকি ত্বক রোদে পুড়ে কালচে হয়ে যায়। এমন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় সানব্লক বা ছাতা ব্যবহার করলেও রক্ষা পাওয়া যায় না। আবার মনে রাখতে হবে, বাসায় থাকলেও জানালা বা বারান্দা দিয়ে আসা রোদের তাপও ত্বকে পোড়াভাব সৃষ্টি করতে পারে। রূপবিশেষজ্ঞ ও রেড বিউটি স্যালনের কর্ণধার, আফরোজা পারভীন এরকম রোদে পোড়াভাব কমাতে কার্যকর তিনটি উপাদানে তৈরি ঘরোয়া মাস্ক সম্পর্কে জানান। তার মতে, রোদ থেকে বাঁচতে আমরা যতটা মুখের ত্বকের প্রতি যত্নশীল হই হাত ও পায়ের ব্যাপরে একেবারেই অবহেলা করি। ফলে এই সকল অংশ তুলনামূলক কালো হয়ে থাকে। তাছাড়া দীর্ঘদিন অযত্নের কারণে এই রোদপোড়া-ভাব স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। রোদপোড়াদাগ কমাতে টকদই ও হলুদ কার্যকর। সঙ্গে লেবুর রস যোগ করা হলে উপকারিতা আরও বাড়িয়ে দেয়। এক চা-চামচ হলুদের সঙ্গে পরিমাণ মতো টক দই মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ পাতলা করতে লেবুর রস যোগ করুন।

হলুদ ব্যাক্টেরিয়া রোধী উপদান সমৃদ্ধ এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। টক দইয়ে থাকা ল্যাক্টিক অ্যাসিড ত্বক এক্সফলিয়েট করে মৃত কোষ দূর করার পাশাপাশি রোদপোড়াভাব কমায় ও মসৃণভাব আনে। লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, তা দ্রুত ত্বকের কালচেভাব কমাতে সহায়ক। এই তিন উপকরণে তৈরি মাস্ক ত্বকের রোদপোড়াভাব কমাতে চমৎকার কাজ করে বলে জানান, এই রূপ বিশেষজ্ঞ। "প্রতিদিন গোসলের আগে এই প্যাক মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে আসলে তা ভালো মতো ধুয়ে স্নান করে নিন। নিয়মিত ব্যবহারে এই প্যাক রোদের পোড়াভাব দূর করবে ও ত্বক মসৃণ করবে।" বলেন আফরোজা পারভীন। ত্বক পরিচর্যায় প্রাকৃতিক ও ঘরোয়া উপাদান ব্যবহার নিরাপদ এবং সবসময়ই হাতের কাছে পাওয়া যায় বলে এগুলোর ব্যবহার অব্যাহত রাখা সম্ভব। নিয়মিত যত্ন করলে ত্বকে ইতবাচক পরিবর্তন আসে বলে জানিয়েছেন এই রূপ বিশেষজ্ঞ।

প্রচণ্ড গরমের দিনগুলোতে যা খাওয়া ঠিক না

তাপমাত্রা যখন চরমে পৌঁছায় তখন সকলেরই উচিত বেশি করে জল পান করা। এবং রোদে বের হলে 'সানস্ক্রিন' ব্যবহার করা। পাশাপাশি এমন দিনে কিছু খাবারও এড়িয়ে চলতে হবে, তা যতই স্বাস্থ্যকর হোক না কেনো। 'বেস্টলাইফ' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানান হল এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে।

চা ও কফি: গরমের দিনে 'আইসড টি' কিংবা 'আইস কফি'কে শরীর চাঙা করার আদর্শ মাধ্যম মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তবে সমস্যা হল উভয়েরই আছে 'ডাই-ইউরেটিক' বৈশিষ্ট্য, যা শরীর থেকে জৈবিকভাবে পানি বের করে দেয়।

শরীরের অতিরিক্ত জল বের করে দিতে এই উপাদানটি উপকারী, এতে কমে রক্তচাপ। তবে আবহাওয়ার তাপমাত্রা যখন বেশি সেসময় শরীরে বাড়তি জল থাকা জরুরি। আর এই কারণেই ওই দিনগুলো চা, কফি ও অন্যান্য 'ডাই-ইউরেটিক' বৈশিষ্ট্য আছে এমন খাবার কিংবা পানীয় গ্রহণ করা উচিত নয়।

কফির বদলে চা পান করাকে নিরাপদ মনে হতে পারে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ো ক্লিনিক বলছে, "আদা, 'ড্যানডেলিয়ন', 'জুনিপার' ইত্যাদি পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের চায়ে। আর এগুলোর আছে 'ডাই-ইউরেটিক' বৈশিষ্ট্য।"

নির্দিষ্ট কিছু সবজি: 'অ্যাসপারাগাস'য়ের 'অ্যামিনো অ্যাসিড' এক ধরনের প্রাকৃতিক 'ডাই-ইউরেটিক' যা শরীরের জল কমায়। একইভাবে পেঁয়াজ, রসুন, 'বেল পেপার', 'আর্টিচোক', 'ফেনেল' ইত্যাদিও শরীরের পানি কমায় বলে দাবি করে 'হেলথলাইন' ওয়েবসাইট।

এগুলো যে একেবারেই খাওয়া যাবে না তা নয়। যদি খান, তবে জল পানের মাত্রা আরও বাড়াতে হবে।

আম: দেশে আমের ঋতু এখনও ফুরিয়ে যায়নি। তবে এই সুস্বাদু ফলটিও শরীর থেকে জল বের করে দেয়। আমে প্রচুর পটাশিয়াম থাকে, যা একটি প্রাকৃতিক 'ডাই-ইউরেটিক'। তাই অতিরিক্ত আম খেলে, তা রসালো ফল হওয়ার পরেও শরীর থেকে জল কমায়।

এর বদলে তরমুজ আর স্ট্রবেরি ভালো, কারণে এগুলো জলের পরিমাণ বেশি।

অ্যালকোহল: 'হেলথলাইন'য়ের মতে, "মদ বা অ্যালকোহল শরীরে পানির অভাব সৃষ্টি করে। কারণ ওই 'ডাই-ইউরেটিক' বৈশিষ্ট্য। মদ বৃক্কের কাজ বাড়ায় কারণ শরীর ওই মদ শরীর থেকে বের করে দিতে চায় পানির সঙ্গে মিশিয়ে।"

'সাধারণ তাপমাত্রায় দিনগুলোতে মদ্যপানের পর নেশার ঘোর থাকবে। কিন্তু প্রচণ্ড গরমের দিনে হজমতন্ত্র থেকে মদ বের করার জন্য শরীরের ওপর যে ধকল যায় তার পরিণতি হিসেবে প্রচণ্ড পানিশূন্যতা দেখা দেয়।

তাই মদ্যপানে লাগাম টানতে হবে, একেবারে বাদ দিতে পারলে সবচাইতে ভালো।

'দ্য ইউ.এস ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিস অফ সাইন্সেস, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেডিসিন'য়ের মতে, "প্রতিদিন নারীর পান করতে হবে ২.৭ লিটার পানি। আর পুরুষের জন্য তা ৩.৭ লিটার।"

'মাল্টিপল এসক্লেরোসিস'য়ের পূর্বাভাস

যদি হাতে অবশ অনুভূত হয় কারণ ছাড়াই তবে হতে পারে সেটা 'মাল্টিপল এসক্লেরোসিস'য়ের লক্ষণ।

'মাল্টিপল ইসক্লেরোসিস (এমএস)' একটি দূরারোগ্য ব্যধি যা আক্রমণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও স্নায়ুতন্ত্রকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর প্রভাব কেমন হবে তা আগেভাগেই আঁচ করা সম্ভব হয় না। একইভাবে এর পূর্বাভাসগুলোও হয় বিভিন্ন রকম। তাই শনাক্ত করাও মুশকিল।

এজন্য এই রোগের সকল পূর্বাভাস সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। এতে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ শনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং দ্রুত চিকিৎসা নেওয়ার মাধ্যমে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির লাগাম টানা যাবে।

হাত অবশ কিংবা ঝিনঝিন করা হতে পারে 'মাল্টিপল এসক্লেরোসিস'য়ের পূর্বাভাস

যুক্তরাষ্ট্রের মায়ো ক্লিনিক'য়ের চিকিৎসক অ্যাম্বার ও'ব্রায়ান বলেন, "হাত অবশ হওয়া কিংবা প্রায়শই হাতে ঝি ঝি ধরা 'মাল্টিপল এসক্লেরোসিস'য়ের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষণ।"

বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "তবে এদের তীব্রতার মাঝে থাকতে পারে ব্যাপক ভিন্নতা। কখনও হতে পারে সামান্য অস্বস্তি আবার কখন এগুলোর কারণে হাতে কোনো কিছু ধরে রাখাই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।"

এমন পূর্বাভাস দেখা দেওয়ার কারণ সম্পর্কে মায়ো ক্লিনিকের মতামত হলো, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্নায়ুর সুরক্ষা বলয়ে আক্রমণ করার কারণে এই পূর্বাভাসগুলো দেখা দেয়। একই কারণে মস্তিষ্কের সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের যোগাযোগে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সনদস্বীকৃত 'ফিজিশিয়ান' ডা. লিন পস্টন বলেন, "হাত অবশ হওয়া অনুভূতি ক্ষেত্র বিশেষে এতই তীব্র হতে পারে যে, হাতে কিছু আছে সেটা বোঝাই যায় না। অবশ অংশটা আর যেন কখনই জেগে উঠবে না এমন মনে হতে পারে। আবার কখনও হতে পারে উল্টোটা। মনে হবে হাতে কেউ অনবরত সুঁই ফুটাচ্ছে। স্নায়ুর ক্ষতি যত বেশি হয়েছে পূর্বাভাসের তীব্রতাও ততই বেশি হবে।"

ও'ব্রায়ানের কথায়, "হাতে এই অনুভূতি এক ঘণ্টাও থাকতে পারে আবার সারাদিন ভোগাতে পারে। অবশ আর ঝিনঝিন অনুভূতির সঙ্গে জ্বলুনি, চুলকানি, কাঁপুনি, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি পূর্বাভাসও দেখা যায়।"

পস্টন বলেন, "কারও ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো এত তীব্র হয় যে দৈনন্দিন কাজ যেমন খাওয়া, পোশাক পরা, যে কোনো কিছু ধরে রাখা ইত্যাদিতে সমস্যা দেখা দেয়।"

"এই রোগে আক্রান্ত অনেকেই কাগজে কলমে লিখতে পারেন না, কম্পিউটারে 'টাইপ' করতেও সমস্যা হয় প্রচণ্ড। তাই এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।"

"দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, ঝাপসা দেখা, অবসাদ, পেশির দুর্বলতা ও ব্যথা ইত্যাদিও 'মাল্টিপল এসক্লেরোসিস'য়ের লক্ষণ", বলছে ফ্লোরিডায় অবস্থিত অরল্যান্ডো হেল।

মা একাই বড় করছেন সন্তানকে তাই বলে কি প্রেমে পড়তে পারেন না

জীবনে এগিয়ে চলা কারও কারও ক্ষেত্রে অত্যন্তই কঠিন হয়ে ওঠে। চাইলেও নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়া সহজ হয় না। কিন্তু নতুন একজন সঙ্গী অনেকটা সুন্দর করে তুলতে পারে জীবন। আগামীর পরিকল্পনাও করার ইচ্ছা আসে নতুন ভাবে।

একা হাতে সন্তান পালন করছেন বহু মা। কোনও সঙ্গীর সাহায্য ছাড়াই। তাঁদের জীবনও বদলে যেতে পারে নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হলে।

কিন্তু সন্তানের দেখভাল আর একা হাতে সংসার সামলানোর মাঝে নতুন সম্পর্কের সময় কোথায়? এমন কথা বলবেন অনেকেই। তার চেয়েও বড় কথা হল, এই পদক্ষেপ করার জন্য সাহস জুগিয়ে ওঠা।

কিন্তু নতুন কোনও মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ানো মানেই এই নয় যে, সন্তান পালনের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে তাঁর সঙ্গে। কিংবা সেই মানুষটির পরামর্শ মতো করতে হবে সব কাজ। সে সব তো অনেক পরের বিষয়। তাই বলে সন্তানের দায়িত্ব আছে মানে যে নিজের জন্য অন্য কিছু ভাবতে নেই, তাও তো নয়। বরং নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হলে আগের সম্পর্ক থেকে জমে থাকা কষ্ট খানিক হাল্কা হতে পারে।

বিয়ের কি কোনও বয়স আছে? দেরিতে বিয়ে করলে কী

শিশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান? বাবাদের জন্য রইল পরামর্শ

কিন্তু সমস্যা হল এমন মায়েদের ক্ষেত্রে নানা মানসিক বাধা আসে। আগের সম্পর্কের জের না কাটায় নতুন কাউকে ভরসা করতে সমস্যা হতে পারে। কিংবা স্বামীর যদি মৃত্যু ঘটে থাকে, তবে মনের মধ্যে আরও নানা ধরনের প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। কিন্তু একটু একটু করে তো এগিয়েও চলতে হবে। সঙ্গীহীন সেই মায়েদের জন্য রইল কিছু নতুন সম্পর্কে ঢোকার পরামর্শ।

১) লজ্জার কোনও কারণ নেই। এ কথা মনে রাখা সবচেয়ে বেশি জরুরি। মাতৃত্বের কর্তব্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই জরুরি নিজেকে ভাল রাখা। ফলে নিজের কথা ভাবলেই সন্তানের অবহেলা হবে, এমন চিন্তা ঠিক নয়।

২) সন্তান যদি একটু বড় হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে আলোচনা করুন। এতে অপরাধের কিছু নেই। বরং সন্তানও বুঝতে শিখবে যে তার মায়ের একজন সঙ্গী প্রয়োজন।

৩) নতুন কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ শুরু করলে, তাঁকে গুরুত্ব দিন। প্রথম সম্পর্কের মতো প্রেমে ভেসে যাওয়ার পরিস্থিতি হয়তো এ ক্ষেত্রে তৈরি হবে না। কিন্তু তাঁকে বুঝতে দিন যে, আপনি সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। তবে তিনিও আপনার পারিবারিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার কথা ভাবতে পারবেন।

ক্লান্তিতে ঘুম না আসার কারণ

সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগা আর ঘুম ঘুম ভাব- এক বিষয় নয়।

ক্লান্ত থাকলে ঘুম আসবেই। আর ঘুম থেকে উঠে শরীর হবে ঝরঝরে। তবে অবসাদগ্রস্ত থাকলে ঘুমও আসবে না।

তাই দিনের বেশিরভাগ সময় যদি ক্লান্ত লাগে তবে সেটার কারণ খুঁজে বের করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ঘুম ঘুম ভাব আর অবসাদ এক নয়

যুক্তরাষ্ট্রের মনোরোগ ও ঘুম বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যালেক্স দিমিত্রিউ বলেন, "অবসাদ ভাব আর ঘুম ঘুম ভাব এক নয়। যারা বলেন, ঘুম পায় তারা আসলে দিনের কোনো একটা সময়ে ঘুমিয়ে নিতে পারে, বা 'ন্যাপ' নিয়ে আবার চাঙা বোধ করে। তবে অবসাদ বা বেশিরভাগ সময় ক্লান্ত অনুভূত হলে ঘুম হবে না।"

'মেনলো পার্ক সাইকিয়েট্রি অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিন'য়ের এই প্রতিষ্ঠাতো চিকিৎসক রিয়েলসিম্পল ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও বলেন, "ঘুমের মান ও সময়ের ওপরেও নির্ভর করে ঘুম ঘুমভাবের কারণ। তবে যারা অবসাদগ্রস্ত তারা দুর্বল বোধ করবেন বেশি, কাজে প্রেরণা পাবেন না। এমনকি চাইলেও সহজে ঘুমাতে পারবেন না।"

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, "রাতে বাজে ঘুম হওয়া কিংবা সারা সপ্তাহ কাজের চাপে থাকা কোনো বিষয় নয়। যদি বেশিরভাগ সময় ক্লান্ত অনুভূত হয় তবে আপনি অবসাদে ভুগছেন।"

আর এর কারণ বের করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও জরুরি।

অবসাদগ্রস্ত হওয়ার কারণ

একটি দুটি নয়, অবসাদে ভোগার শারীরিক ও মানসিক বহু কারণ থাকতে পারে।

কলোরাডো'র 'ইউসি হেল'য়ের 'স্লিপ সেন্টার'য়ের পরিচালক ডা. ক্যাথেরিন গ্রিনের ভাষায়, "বিভিন্ন কারণে অবসাদ লাগতে পারে। আর কারণ ভেদে এর চিকিৎসাও ভিন্ন।"

শারীরিক কারণ

* রক্ত শূন্যতা- খাদ্যাভ্যাস অর্থাৎ খাদ্য তালিকায় লৌহজাতীয় খাবার না থাকা, অথবা রক্ত হারানো সেটা ঋতুস্রাব কিংবা দেহের অভ্যন্তরে কোনো প্রকার আলসার থেকেও হতে পারে।

* হজমের সমস্যা থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দেহে শোষিত না হওয়া, 'ইনফ্লামাটরি বাওয়েল ডিজিজ'।

* থাইরয়েড, ডায়াবেটিস, কর্টিসল হরমোনের অতিরিক্ত নিঃসরণ ইত্যাদি অন্তঃস্রাবী সমস্যা।

* রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, লুপাস (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন দেহের সুস্থ কোষকেই শত্রু ভেবে আক্রমণ করে।)

* গর্ভাবস্থা

* ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। যেমন- ডিপ্রেশন কমানোর ওষুধ, পেশি শিথিলের ওষুধ, উচ্চ রক্তচাপের জন্য খাওয়া ট্যাবলেট ইত্যাদি।

* হৃদরোগ, ফুসফুসের সমস্যা (যেমন ফুসফুস থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সারা শরীরে ঠিক মতো সরবরাহ না হওয়া)।

* বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ যেমন- দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস, কোভিড-১৯, ফ্লু ও অন্যান্য ভাইরাস জনিত রোগ।

* স্থূলতা ও দীর্ঘস্থায়ী কোনো প্রদাহ।

মানসিক কারণ

মানসিক অবস্থার কারণেও মানুষ ক্লান্ত বোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে আবার পার্থক্যও রয়েছে।

ডা. দিমিত্রিউ বলেন, "বিষণ আর নিদ্রালু মানুষ একই রকম। তারা ঘুমাতে পারে। অন্যদিকে উদ্বিগ্নতায় ভোগা মানুষ ঘুমাতে পারে না, বেশি মাত্রায় জেগে থাকে।"

"বিষণতার সঙ্গে অবসাদগ্রস্ত হলে কাজ করার উদ্যোম হারায়। অন্যদিকে ক্লান্ত মানুষের অন্তত কাজের প্রতি অনিহা জাগে না। শুধু বিষণতা কারণে প্রাথমিকভাবে কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ হারায়

বিজেপি মহিলা মোর্চার উদোগে কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব

সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে হামলার নিন্দা করে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিলেন ইমরান

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানের সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনার নিন্দা করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাঞ্জাব প্রদেশের ভঙ্গ শরিফ গ্রামের সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরের ভিতরে হামলার ঘটনায় টুইটারে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপেরও আশ্বাস দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি সরকারি খরচে ওই মন্দির পুনরায় তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বুধবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ভঙ্গ শরিফ গ্রামের সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরের ভিতরে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবারই এই হামলার তীব্র নিন্দা করে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। এরপরই টুইট করে হামলার কড়া সমালোচনা করতে দেখা যায় ইমরানকে। নিজের টুইটার হ্যান্ডলে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান লেখেন, “ভঙ্গের গণেশ মন্দিরে হওয়া হামলার তীব্র নিন্দা করছি। ইতিমধ্যেই আমি পাঞ্জাবের আইজিকে নির্দেশ দিয়েছি সমস্ত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতারর করতে এবং পুলিশের গাছাড়া মনোভাবের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে। সরকারের তরফেই মন্দির ফের গড়ে দেওয়া হবে।”

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই পাকিস্তানি হাইকমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কূটনীতিবিদকে তলব করে ভারতের তরফে এই ‘নিন্দনীয় ঘটনা-র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।এবিষয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর ভিডিয়ো দেখা গিয়েছে। হিংসাত্মক জনতা পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খানে একটি গণেশ মন্দিরে তাণ্ডব চালিয়েছে।’মন্দির চত্বরে হামলা চালানো হয়েছে। আশপাশের হিন্দুদের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে। সঙ্গে অভিযোগ করেন, ‘পাকিস্তানে উপাসনালয়ের উপর আক্রমণ-সহ নির্বিচারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, বৈষম্য এবং হত্যার ঘটনা চলছে।”

এরপরই পাক প্রধানমন্ত্রীর ঘটনার নিন্দা করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অসম-মেঘালয় সীমা সমস্যা সমাধানে সৌহাদ্যপূর্ণ মুখ্যমন্ত্রীস্তরীয় বৈঠক, গঠিত তিনটি কমিটি

গুয়াহাটি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : অসম-মেঘালয় সীমা সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবিত মুখ্যমন্ত্রী স্তরে বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। বিবাদমান ছয়টি অঞ্চলের জন্য গঠিত হয়েছে তিনটি কমিটি।

অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে লংকাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে কাছাড়ের লায়লাপুরে। এতে মিজোরামের দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে শহিদ হয়েছেন অসমের ছয় পুলিশ জওয়ান এবং এক নাগরিক। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আজ শুক্রবার অসম-মেঘালয়ের মধ্যে কয়েক দশক ধরে চলমান সীমা সমস্যার সমাধানের জন্য দু”টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয় বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

গুয়াহাটির খানাপাড়ায় অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ে আজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কারনাড কে সাংমা অংশগ্রহণ করেন। ছিলেন দুই রাজ্যের উচ্চপদস্থ শীর্ষ আমলারাও। বৈঠকে দু-টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিবাদমান ১২টি অঞ্চলের সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধান করার বিষয়ে সহমত পোষণ করেন।

এ ব্যাপারে প্রথমে ছয়টি বিবাদমান অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটিতে পাঁচ সদস্যকে নিয়ে তিনটি আঞ্চলিক সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ-সব আঞ্চলিক সমিতিতে অসম ও মেঘালয়ের একজন করে ক্যাবিনেট মন্ত্রী, বিধায়ক এবং শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক থাকবেন বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানা গেছে, কমিটি তিনটিতে অসম সরকারের তিন মন্ত্রী যথাক্রমে জনসংযোগ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, সীমান্ত উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা এবং পরিবহণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিকে নেওয়া হবে।

আঞ্চলিক সমিতিগুলি বিবাদমান অঞ্চলসমূহ যুগ্মভাবে পরিদর্শন করবে এবং ৩০ দিনের মাথায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে। অসম-মেঘালয়ের ওই ছয়টি বিবাদমান অঞ্চল যথাক্রমে তারাবাড়ি, গিজাং, ফাহালা, বাক্লাপাড়া, খানাপাড়া (পিলংকাটা) এবং রাতাছড়া (কাছাড় জেলার অন্তর্গত)। এই অঞ্চল কয়টি অসমের কাছাড়, কামরূপ গ্রামীণ এবং কামরূপ মেট্রো জেলার সঙ্গে মেঘালয়ের পশ্চিম খাসিপাহাড় ও পূর্ব জয়ন্তীয়াপাহাড় জেলার অন্তর্গত।

বৈঠক শেষে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সব তথ্য তুলে ধরেছেন বৈঠকটি অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, অসম-মেঘালয়, দুই রাজ্যই একগুঁয়ে অবস্থান থেকে বেরিয়ে পরস্পরের প্রতিসম্মান প্রদর্শন করে নিজ নিজ রাজ্যের সীমা সমস্যার সময়সাপেক্ষ সমাধানে এগিয়ে এসেছে।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী করনাড সাংমা বলেন, তাঁর রাজ্য অসমের সঙ্গে সীমা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায়। এ প্রসঙ্গে প্রতিবেশী দুই রাজ্যই ইতিবচক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তিনিও বলেন, মেঘালয় এবং অসম সরকার উভয়ে তাঁদের একগুঁয়ে মানসিকতা ছেড়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজ নিজ রাজ্যের সীমা সমস্যার সমাধান করতে আন্তরিক। দুই রাজ্যের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সদিচ্ছার দরুন এখন এই পথ প্রশস্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ জুলাই অসম-মেঘালয়ের দুই মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে শিলঙে প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজকের বৈঠকে ‘টার্ম অব রেফারেন্স’ হিসেবে গঠিত কমিটিগুলো তাদের রিপোর্ট তৈরি করতে বিবাদাকৃত স্থানগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, নৃগোষ্ঠীয় বসতি, স্থানীয় জনসাধারণের মতামত, প্রশাসনিক সূচলতা এবং সমীপবর্তিতা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করবে।

হিন্দুস্থান সমাচার / অনীশ / সমীপ

মালদহ জেলা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বিক্ষোভ মেধা তালিকাভুক্ত চাকরি প্রার্থীদের

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের দাবি তুলে শুক্রবার মালদহ জেলা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বিক্ষোভ দেখান মেধা তালিকাভুক্ত চাকরি প্রার্থীরা।শতাধিক পদপ্রার্থী শামিল হন ওই আন্দোলনে। অভিযোগে, প্রাইমারি শিক্ষা সংসদ জানাচ্ছে, মালদহ জেলায় কোনও শূন্যপদ নেই। অথচ ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগে হয়ে যাচ্ছে। হাইকোর্টের রায়, শূন্যপদ না থাকলেও তা তৈরি করে নিয়োগে করতে হবে। কিন্তু হাইকোর্টের রায়কেও মান্যতা দিচ্ছে না শিক্ষা সংসদ। এবিষয়ে এক চাকরি প্রার্থী জানান, “২০০৯ সাল থেকে এই পদের জন্য পরীক্ষা দিয়ে হয়রানি হচ্ছি। সরকার পরিবর্তনের পর এই প্যানেলের নিয়োগে স্থগিত করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ আন্দোলন করেও সরকারের টনক নড়েনি। শেষে ২০১৭ সালে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে হয় আমাদের। সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগের পক্ষে রায় দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যায় সরকার। সেখানে সিঙ্গল বেঞ্চের রায় পুনর্বহাল রাখা হয়।মালদহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষে জানানো হয়, এই জেলায় কোনও শূন্যপদ নেই। ২০২০ সালে প্রাথমিকের শূন্যপদ নিয়ে তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) প্রয়োগ করা হয়। আরটিআইয়ের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, জেলায় ১৪২০ টি শূন্যপদ রয়েছে। এদিকে চলতি বছরের জানুয়ারিতে সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী অবিলম্বে শূন্যপদ তৈরি করে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যা এখনও নিয়োগে করেনি মালদহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। বাম আমলে ২০০৯-১০ সালে, মালদহ জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। ১৩৩১ টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা দফতর। তার পরই রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই বিজ্ঞপ্তি অবৈধ ঘোষণা করে। এ নিয়ে আদালতে বহু মামলা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে তিনবার লিখিত পরীক্ষা হয়। শেষবার সেই পরীক্ষা হয় ২০১৪ সালের মার্চ মাসে। ১১ বছর পর ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে, ঠিক ভোটের আগে প্রকাশিত হয় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের তালিকা। যদিও প্রকাশিত তালিকার স্বচ্ছতা নিয়ে; প্রশ্ন তুলে ফের আদালতে যান পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী অনেক অযোগ্যকে চাকরি করে দেওয়া হয়েছে। তাই এই তালিকা বাতিল করে স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশের দাবি তুলেছেন তাঁরা। ২০০৯ এর নিয়োগ কবে হবে কেউ জানে না।

সাম্বায় সীমান্তের কাছে উদ্ধার সন্দেহজনক ব্যাগ, মিলল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

জম্মু, ৬ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে মিলল সন্দেহজনক ব্যাগ। শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ সীমান্ত থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ পাওয়া যায়। ওই ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় দু”টি পিস্তল, পাঁচটি পিস্তলের ম্যাগাজিন ও ১২২ রাউন্ড গুলি। সাম্বা জেলার রাজপুরা সেক্টরের সারথিয়ান গ্রামের ঘটনা।

সাম্বার এসএসপি রাজেশ শর্মা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ সীমান্ত থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে রাজপুরা সেক্টরের সারথিয়ান গ্রামে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ দেখতে পান পুলিশ ও জম্মু-কাশ্মীর লাইট ইনফ্যান্টির জওয়ানরা। ওই এলাকাটি ঘাগওয়াল থানার অন্তর্গত। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াডকে, তাঁরা ওই ব্যাগ থেকে দু”টি পিস্তল, পাঁচটি পিস্তলের ম্যাগাজিন ও ১২২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেন। মনে করা হচ্ছে, ড্রোনের সাহায্যে নিয়ে আসা হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

চিনেও বেড়ে চলেছে ডেল্টার সংক্রমণ হদিশ মিলেছে ১৬টি প্রদেশে

বেজিং, ৬ আগস্ট (হি.স.) : চিনে করোনা ভাইরাসের ডেল্টা রূপের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে। চিনের উহানে খোঁজ মেলা করোনা ভাইরাসের প্রথম রূপের দেড় বছরের অভিযোজনের ফল এই ডেল্টা রূপ। চিনের সরকারি তথ্য বলছে, গত কয়েক সপ্তাহে দেশটির অন্তত ১৬টি প্রদেশে এই ডেল্টা রূপের হদিশ মিলেছে।

এক মাস আগেও নিজেদের করোনামুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা সাজাচ্ছিল চিন। করোনার বিরুদ্ধে তারা যে ‘জিরো টলারেন্স’ রণনীতি নিয়েছিল, তার সোজা বাংলা করলে দাঁড়ায় করোনা ভাইরাসের সঙ্গে কোনও রকম আপস করা হবে না। আপাতত সেই চিনেরই বেজিং, সাংহাই, উহানের মতো শহরে ডেল্টা আক্রান্ত কয়েকশো রোগীর খোঁজ মিলেছে। আক্রান্ত এলাকাগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে সবরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা।

তবে এরপরও চিন করোনার দ্রুত সংক্রমণ ছড়ানো ডেল্টা রূপকে কতটা প্রতিরোধ করতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন খোদ চিনেরই বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ইতিমধ্যেই মাস্ক না পরা এবং করোনাবিধি না মানার গা-ছাড়া প্রবণতা দেখা গিয়েছে চিনের বিভিন্ন প্রদেশে। সেই প্রবণতার কারণেই ডেল্টা রূপ ইতিমধ্যেই আরও বেশি ছড়িয়ে থাকতে পারে। যার খোঁজ হয়তো এখনও পায়নি চিন। চিনের নানজিং বিমানবন্দর সূত্রে বলা হয়েছে, বিমানটিকে জীবানুমুক্ত করার সময় বিমানবন্দরেরই এক কর্মী করোনার ডেল্টা রূপে আক্রান্ত হন। মনে করা হচ্ছে, তাঁর থেকেই করোনার ডেল্টা রূপের চিনে প্রত্যাবর্তন।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

হেলমন্দ প্রদেশে তালিবানের ডেরায় অগ্নিবৃষ্টি আফগান যুদ্ধবিমানের

কাবুল, ৬ আগস্ট (হি.স.) : ক্রমাগত রাজধানী কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছে তালিবানরা। হেরাত, কান্দাহারের মতো শহরগুলি অবরুদ্ধ। সেখানে জেহাদিদের সঙ্গে তুমুল লড়াই চলছে আফগান সেনাবাহিনীর। এহেন পরিস্থিতিতে সংঘর্ষের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হেলমন্দ প্রদেশে তালিবানের উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করল আফগান বায়ুসেনা।

আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে খবর, হেলমন্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ শহরে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে আফগানিস্তানের বায়ুসেনা। মূলত জঙ্গিদের দখলে থাকা টেলিভিশন ও রেডিও স্টেশনের কাছে তালিবানের ডেরাগুলিতে বোমা ফেলে সরকারি বাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলি। হেলমন্দের জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ড় শের আলি শাকের জানিয়েছেন, লস্করগাহ শহরে চলা যুদ্ধে এপর্যন্ত তিনজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। এদিকে, দেশের উত্তর অংশের জাজওয়ান প্রদেশের অধিকাংশ দখল করেছে তালিবান।

আফগানিস্তানের বিখ্যাত মিলিশিয়া প্রধান তথা দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রশিদ দস্তামের গড় জাজওয়ানের ১০টি জেলার মধ্যে ৮টি দখল করেছে তালিবান জঙ্গিরা।

উল্লেখ্য, দ্রুত কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছে তালিবান। পাহাড়ি দেশটির প্রায় ৩৫০ জেলার মধ্যে অন্তত ১৫০টি দখল করে ফেলেছে জঙ্গি গোষ্ঠীটি বলে দাবি। মার্কিনি সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পরই আফগানিস্তান দখলের লড়াইয়ে নেমে পড়েছে তালিবান গোষ্ঠী। একের পর এক শহর দখল করছে তাঁরা। পালটা সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে পরাস্ত করতে বিমান হানা চালাচ্ছে আফগান বাহিনী।

দলবদ্ধ বিরোধীরা, সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন ফের মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): পেগাসাস নিয়ে দলবদ্ধ বিরোধীরা, স্লোগান উঠছে কৃষি আইনের বিরুদ্ধেও। বিরোধী সাংসদদের স্লোগান, হইচই থামছেই না সংসদে। পেগাসাস-সহ অন্যান্য ইস্যুতে শুক্রবারও উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পেগাসাস প্রোজেক্ট মিডিয়া রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যসভা ও লোকসভায় সরব হন বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। লোকসভার পাশাপাশি এদিন রাজ্যসভাতেও ব্যাপক হইচই করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। ওয়েলে নেমে লাগাতার স্লোগান দিতে থাকেন দলবদ্ধ বিরোধীরা। তাই দুপুর বারোটা পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কেন্দ্রের কাছে আর্জি, টিকা ব্যবহারের অনুমতি চাইল জনসন অ্যান্ড জনসন

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): ভারত সরকারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে সিঙ্গল-ডোজ কোভিড-১৯ টিকা ব্যবহারের অনুমতি চাইল ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা জনসন অ্যান্ড জনসন। অন্য টিকার মত দু’টি নয়। তাদের তৈরি একটি মাত্র টিকা প্রয়োগ করলেই মানবদেহে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধী ক্ষমতা গড়ে উঠবে বলে আগেই দাবি করেছিল ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা জনসন অ্যান্ড জনসন। আপাতত ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে জনসন অ্যান্ড জনসন।

জনসন অ্যান্ড জনসনের তৈরি করোনা-টিকার নাম এডি২৬.কোভ২.এস। গত জুলাই মাসে প্রথমে একদল হনুমানের উপর ওই প্রতিষেধক পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করা হয়। তাতে দেখা যায়, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে সেটি।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

তামিলনাড়ুতে বাসে আগুন, রক্ষা পেলেন ৩০ জন যাত্রী

মায়িলাদুথুরাই, ৬ আগস্ট (হি.স.): তামিলনাড়ুর মায়িলাদুথুরাই জেলায় আগুন ধরে গেল যাত্রীবোঝাই বাসে, সৌভাগ্যবশত এই আগুনে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন যাত্রী। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মায়িলাদুথুরাই জেলার পোরায়ার এলাকায়। মায়িলাদুথুরাই থেকে করাইকাল অভিমুখে যাচ্ছিল পুদুচেরি রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের ওই বাসটি। বাসে মোট ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, পোরায়ার বাসস্ট্যান্ড ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসে আগুন ধরে যায়। ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখতে পাওয়া মাত্রই রাস্তার ধারে বাস দাঁড় করিয়ে দেন চালক। সমস্ত যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসের সামনের অংশ সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। দমকল পৌঁছে পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী, রাজৌরিতে এনকাউন্টারে দুই জঙ্গির মৃত্যু

জম্মু, ৬ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে দু”জন জঙ্গি। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হওয়া অভিযান সমাপ্ত হয়েছে শুক্রবার দুপুরে। রাজৌরি জেলার থানামান্ডি মহকুমার অন্তর্গত ভাঙ্গাই গ্রামের ঘটনা।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় ভাঙ্গাই গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। সেই খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ওই গ্রামে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ। সারারাত অভিযান চলার পর শুক্রবার সকালে শুরু হয় গুলির লড়াই। দীর্ঘ সময়ের এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু”জন জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নিহত আফগান সরকারের মিডিয়া বিভাগের প্রধান

কাবুল, ৬ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার দুপুরে হত্যা করা হল আফগানিস্তান সরকারের মিডিয়া বিভাগের প্রধান দাওয়া খান মীনপালকে। এর পিছনে তালিবানরা রয়েছে কিনা বা অন্য কেউ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আফগান পুলিশ জানিয়েছে,এই নক্কারজনক হত্যার পিছনে রয়েছে তালিবানরা। তবে কীভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গত কয়েকদিন ধরে তালিবানদের উপর বিমান হামলার বাড়িয়েছে আফগান সরকার। গত কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকটি তালিবান ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়েছে আফগান সেনা। এরপরই অবশ্য তালিবানদের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, এইসকল বিমান হামলার প্রতিশোধ নিতে তারা প্রশাসনিক ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের নিশানা করবে। সেই হুমকি যে ফাঁপা ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া গেল শুক্রবার। আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মীরওয়াইস স্টানিকজাই, মিডিয়া প্রধান দাওয়া খান মীনপালের মৃত্যুর বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ”দুর্ভাগ্যবশত, বর্বর সন্ত্রাসবাদীরা আবার একটি কাপুরুষোচিত কাজ করেছে এবং একজন দেশপ্রেমিক আফগানকে শহিদ করেছে”।

বাজ পড়ে মৃত মহিলা

ঝাড়গ্রাম, ৬ আগস্ট (হি. স.) : ঝাড়গ্রাম থানার সাপধরা অঞ্চলের পুকুরিয়া গ্রামে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। এই ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার বিকেলে।

পুলিশ জানিয়েছে বাজ পড়ে মৃত ওই মহিলার নাম সাবিত্রী মাহাতো (৫০)।বাড়ি পুকুরিয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন ওই মহিলা জমিতে কাজ করছিলেন। তিনি ও তার বৌমাও জমিতে ছিলেন। বৃষ্টি শুরু হলে তারা বাড়ি ফিরছিলেন। সাবিত্রী মাহাতোর উপরে বাজ পড়লে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান বলে পুলিশ জানিয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৪০,০৫৪ জন, ব্রাজিলে কোভিডে ১,০৮৬ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ৬ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা কখনও নিয়ন্ত্রণে থাকছে, কখনও আবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজারের বেশিই। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,০৮৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৬০ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ হাজার ০৫৪ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,০৬৬,৫৮৭ জন। ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৪০,০৫৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ২০,০৬৬,৫৮৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১,০৮৬ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৮০১ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৮,৮৪০,২৩২ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬,৬৫,৫৫৪ জন।

সংক্রমণের হার বাড়ছেই, ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিডে ৫৫৯ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ৬ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে আমেরিকায়, মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ৫৫৯ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১২০,৯৪৫ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৭৯ জনের।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২০,৯৪৫ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৫৯ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৬,৩০১,৭৪৪-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২৯,৮০৫,৫৯৩ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫,৮৬৪,২৭২ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ব্যাঙ্কে ঋণ করিয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা, পুলিশের জালে ৮ প্রতারক

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি.স.): রাজ্যে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে প্রতারকদের দৌরাত্ম্য ! ভুয়ো ভ্যাকসিন ক্যাম্প থেকে শুরু করে ভুয়ো পুলিশ অফিসার ইতিমধ্যেই একাধিক জালিয়াতি প্রকাশ্যে এসেছে। এবার ব্যাঙ্কে ঋণ করিয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা রাজ্যে। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ মহিলা-সহ ৮ জনকে। ধৃতদের নাম-শাহরুখ হেলা, বিশাল বাল্মিকী, অভিষেক নন্দী, বেবি সিং, অরুণ কুমার দাস, ফাল্গুনী টক্কর, টিঙ্কা দেবী ও বাবু রহমান। শুক্রবার ধৃতদের তোলা হবে আদালতে।

পুলিশ সূত্রের খবর, কিছুদিন আগেই নরেন্দ্রপুর থানায় কয়েকজন প্রতারিত ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেন, ব্যাঙ্কে লোন করিয়ে দেওয়ার নামে তাঁদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে আর্থিক প্রতারণা করেছে কয়েকজন প্রতারক। এরপরেই ঘটনার তদন্তে নামে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে কালীঘাট এলাকা থেকে শাহরুখ হেলা, বিশাল বাল্মিকী, অভিষেক নন্দী, বেবি সিং, অরুণ কুমার দাস, ফাল্গুনী টক্কর, টিঙ্কা দেবী ও বেহালা থেকে বাবু রহমান নামে মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার বারুইপুর আদালতে তোলা হবে অভিযুক্তদের। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

আমেরিকায় টিকা না নিয়ে অফিসে আসায় বরখাস্ত তিন কর্মী

নিউইয়র্ক, ৬ আগস্ট (হি. স.) : আমেরিকায় অফিসে ঢোকার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল টিকা নেওয়া। কিন্তু তা অমান্য করে কাজে যোগ দেওয়ায় তিন কর্মীকে বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ।

করোনার তৃতীয় ঢেউ ইতিমধ্যেই থাবা বসিয়েছে মার্কিন মুলুকে। সরকারি অফিস থেকে শুরু করে বেসরকারি অফিস- সব ক্ষেত্রেই টিকাকরণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও তো কোভিড সার্টিফিকেট দেখালেই মিলছে ঢোকার অনুমতি। আমেরিকায় একটি টিভি চ্যানেলের অফিসের তিন কর্মী টিকা না নিয়েই দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ায় পত্রপাঠ তাদের বরখাস্ত করা হয়। সংস্থার প্রেসিডেন্ট জেফ জুকের জানিয়েছেন, আমরা এই ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছি। গত সপ্তাহে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, নির্দেশ অমান্য করে তিন কর্মী কাজে যোগ দিয়েছন। তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দিল্লিতে সক্রিয় রোগী কমে ৫১৬, করোনা-আক্রান্ত আরও ৪৪ জন

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের কমল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, কমে গিয়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৪ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬২৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৬৫ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১১ হাজার ০৪২ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪১ জন। শুক্রবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫১৬ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.০৬ শতাংশে পৌঁছেছে।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শুক্রবার কৈলাসহরে কংগ্রেসের উদ্যোগে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৪৪,৬৪৩, ভারতে কোভিডে আরও ৪৬৪ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা কমে গিয়ে ৫০০-র নীচে নেমেছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪ হাজার ৬৪৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪৬৪ জনের। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪১,০৯৬ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৩৬ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,১৪,১৫৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩,০৮৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৬,৪০,২৮৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪৪,৬৪৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৫৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩,০৮৩ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.৩০ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৪৯.৫৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৯,৫৩,২৭,৫৯৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৭,৯৭,৮০৮ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৬৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২৬,৭৫৪ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা রোজই বাড়ছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,০৯৬ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১০,১৫,৮৪৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪৯ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৯৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা পূণাওয়ালার, কোভিশিল্ডের উৎপাদন বৃদ্ধিতেই জোর

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): কোভিশিল্ড টিকার উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে সেরাম ইনস্টিটিউটের প্রধান আদর পূণাওয়ালার সঙ্গে কথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সিইও আদর পূণাওয়ালার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন সরবরাহ, উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠক শেষে সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সিইও আদর পূণাওয়ালা বলেছেন, 'টিকার উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে। ইউরোপের ১৭টিরও বেশি দেশ ইতিমধ্যেই কোভিশিল্ডকে অনুমোদন দিয়েছে, আরও কিছু দেশ অনুমোদন দেওয়ার লাইনে রয়েছে।'

কীভাবে চলবে স্কুল, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে চিঠি দিল মনোচিকিৎসকদের সংগঠন

কলকাতা, ৬ আগস্ট (হি. স.) : ৫০ শতাংশ পড়ুয়া নিয়ে স্কুলে ক্লাস শুরু করা যেতে পারে। যাদের রোল নম্বর জোড় সংখ্যা, তারা এক দিন আসবে স্কুলে। বাকিরা বাড়ি থেকে অনলাইনেই ক্লাস করবে। আবার অন্য দিন, বিজোড় সংখ্যার রোল নম্বর যাদের, তারা স্কুলে এসে ক্লাস করবে।

এ রকমই পরামর্শ দিল মনোচিকিৎসকদের সংগঠন। এই সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব, যারা স্কুলে আসতে পারবে না, তাদের জন্য যাতে অনলাইনেও ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। দেশ জুড়ে স্কুল, কলেজ খোলার আবেদন জানিয়ে এ বার কেন্দ্র ও রাজ্যকে চিঠি দিল মনোচিকিৎসকদের সংগঠন 'ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি'। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ স্তিমিত হলেও তৃতীয় ঢেউ নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে গোটা দেশ জুড়ে। এই পরিস্থিতি করোনাবিধি মেনে, সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করে কী ভাবে স্কুল, কলেজ খোলা যেতে পারে, সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ওই চিঠিতে।

কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক মনসুখ মাণ্ডব্যকে চিঠি দিয়ে সেই পরামর্শই দিল বিশেষজ্ঞদের ওই সংগঠন। সেই সঙ্গে দেশের সবক'টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও পাঠানো হয়েছে ওই চিঠি। বলা হয়েছে, অতিমারি পরিস্থিতি দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্কুল, কলেজে পঠনপাঠন বন্ধ থাকায় মানসিক ভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা, মূলত স্কুলের কমবয়সি ছাত্রছাত্রীরা। প্রি-প্রাইমারির বাচ্চাদের জন্য সপ্তাহে দু'দিন, প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য তিন দিন, এবং নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য সপ্তাহে পাঁচ দিন (সোম থেকে শুক্র) খোলা যেতে পারে স্কুল।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, স্কুল কলেজ খোলা হলে সে ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক ছাত্রছাত্রী এবং কর্মীদের শরীরের তাপমাত্রা মাপা জরুরি। কোনও পড়ুয়া বা কর্মীর শরীরে উপসর্গ ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তার কোভিড পরীক্ষার স্কুলে রাখতে হবে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কিট। করোনা উপসর্গ চিহ্নিতকরণের জন্যও কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। ক্লাসঘরের জানলা, দরজা খোলা রাখার পাশাপাশি চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ-সহ বাকি সব জিনিস যাতে ঘন ঘন স্যানিটাইজ করা হয়, তারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে চিঠিতে।

চিঠিতে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, অতিমারি পরিস্থিতিতে অনলাইনে পড়াশোনা, খেলাধুলো বন্ধ থাকায় শিশুদের শরীর ও মনে বড় প্রভাব পড়েছে। এক টানা মোবাইল বা কম্পিউটারের স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকার কারণে অনেকের মধ্যে চোখের সমস্যা দেখা গিয়েছে। মাথা যন্ত্রণার মতো উপসর্গ দেখা দিচ্ছে অনেকের মধ্যে। বাইরে না বেরোনোর কারণে বহু শিশুর শরীরে ভিটামিন ডি-র অভাব লক্ষ্যণীয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, মোবাইল গেম খেলা এবং পর্নে আসক্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে বাচ্চাদের মধ্যে। এই বিষয়গুলি নজরে রেখে স্কুলে পঠনপাঠন ছাড়াও যাতে পাঠ্যক্রম বহির্ভুত কার্যক্রমের আয়োজন করার কথা বলা হয়েছে চিঠিতে। সেই সঙ্গে পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মাঝে মাঝে যাতে কাউন্সেলিং করা হয়, তারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কৈলাসহরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ আগস্ট।। ৪ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে কৈলাশহর রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী বীরজিৎ সিনহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রুনু মিয়া, যুব কংগ্রেস নেতা হাদিস মিয়া সহ অন্যান্যরা। তাদের মূল দাবি গুলি হল পেট্রোল ও ডিজেল মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা, কৃষক বিরোধী কৃষি আইন প্রত্যাহর করা, পেগাসাস এর তদন্ত করা সহ নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে।

আট বছর পর স্বামীর বাড়িতে গিয়ে তান্ডব মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ আগস্ট।। আবারো একটি ঘটনা ঘটল মধুপুর থানাধীন অরবিন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শাহ আলম এর সঙ্গে। ২০০৬ সালে সামাজিক রীতি মেনে অরবিন্দ নগর এলাকার জনৈক আব্দুল রাজ্জাকের ছেলে শাহ আলমের বিয়ে হয় উদয়পুর খিলপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জলিল মিয়ার কন্যা সিমা বেগমের সাথে। বিয়ের পর তাদের ঘরে জন্ম নেয় ফুটফুটে ২ পুত্র সন্তানের। স্ত্রী সহ দুই সন্তান নিয়ে বেশ ভালই চলছিল তাদের সংসার। ঠিক এই সময় তাদের সংসারে আগমন ঘটে তৃতীয় পক্ষের। স্ত্রী জড়িয়ে পরে পরকীয়া প্রেমে। তারপর থেকেই নিত্যদিন সংসারে শুরু হয় ঝামেলার। অভাবের সংসারের খানিকটা ইতি টানতে শাহ আলম পারি দেয় মধ্য প্রাচ্যের সৌদি আরবে। সেই সময় স্ত্রী সিমা বেগম আড়াই বছরের বড় সন্তান সায়নকে জঙ্গলে ফেলে পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন নির্যাতিত শাহ আলম। কিন্তু সেখানে বেশি দিন ঠাই হয়নি তার। যেই নাগরের হাত ধরে পালিয়ে ছিল সে ও তাকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর সালিশি সভা করে আট বার তাকে স্বামীর বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তারপরেও সে বাবার বাড়িতে বার বার চলে গেছে। গত আট বছর যাবত বাবার বাড়িতেই থাকে সিমা বলে অভিযোগ করেন স্বামী শাহ আলম।দীর্ঘ আট বছর যাবত পাষণ্ড মা কোনো খোঁজ খবর নেয়নি বড় সন্তান সায়নের। সংবাদ মাধ্যমের সামনে সায়ন জানায় যে তার মা কে এটাও সে জানে না। কোনো দিন নিজের চোখে তার মাকে সে দেখেও নি।হঠাৎ করে গত ৪ আগস্ট রাত আটটা নাগাদ পাষণ্ড স্ত্রী সিমা বেগম সাত - আট জন লোক নিয়ে এসে শাহ আলমের বাড়িতে আচমকা হামলা চালায়। টানা হিচড়া করে ছোট্ট সায়নকে। তা দেখে রীতি মত 'থ' হয়ে যায় শাহ আলমের বৃদ্ধা মা। তিনি অভিযোগ করেন বাড়িতে এসে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ থেকে শুরু করে দৈহিক আক্রমণ কোনো কিছুই কম করেনি তারা। পরের দিন মধুপুর থানায় শাহ আলমের নামে মিথ্যা মামলাও দায়ের করেছে বলে জানায় শাহ আলমের বৃদ্ধা মা।

শর্তসাপেক্ষে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে সমর্থনের বার্তা দিলেন মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি. স.): "যদি অনগ্রসর জাতি (ওবিসি)-র জন্য জাতভিত্তিক সুমারির ব্যবস্থা করা হয়, তবে আমরা সংসদের ভিতরে এমনকি বাইরেও কেন্দ্রকে সমর্থন করতে রাজি।" শুক্রবার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে সমর্থনের বার্তা দিয়ে এক টুইট বার্তায় এমনটাই জানিয়েছেন বিএসপি নেত্রী মায়াবতী। সম্প্রতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার তাঁর রাজ্যে ওবিসি-দের জন্য জাতভিত্তিক জনসুমারির কথা ঘোষণা করেছেন। তার ব্যবস্থাপনার জন্য আলোচনা করতে চেয়ে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর সময় চেয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে এবার মায়াবতীও জাতভিত্তিক সুমারির দাবি জানালেন। শুধু তাই নয়, এমনটা হলে সংসদের ভিতরে ও বাইরে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে বিএসপি সমর্থন করবে বলেই জানিয়েছেন দল নেত্রী মায়াবতী। এবিষয়ে টুইটারে তিনি লেখেন, "বিএসপি বরাবরই ওবিসি-দের জন্য জাতভিত্তিক সুমারির কথা বলে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ করে আমরা অবশ্যই সংসদের ভিতরে এবং বাইরে তাদের সমর্থন করব'। আগামী বছরের গোড়ায় উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তার আগে দলিত নেত্রীর এই 'বার্তা' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কোভিড

● আটের পাতার পর

সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। কোনও ধরনের আন্দোলন ছাড়াই রাজ্যের মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সহায়তা পাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২-এর মধ্যে সবার জন্য পাকা বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তারই ফলশ্রুতিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার গৃহ পেতে চলেছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। এরফলে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, পরিশ্রুত পানীয়জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রান্নার গ্যাস সহ আয়ুমান ভারত প্রকল্পের অন্তর্গত স্বাস্থ্য সুরক্ষার সুযোগ। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধির সহায়তায় রাজ্যে ক'ষকরা বছরে ৩ কিস্তিতে ৬ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। ক'ষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনার সিদ্ধান্তের ফলে ক'ষিকাজে আগ্রহী হচ্ছেন অন্নদাতারা।

তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, রাজ্যের নাগরিকদের মানোন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে কোনও কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সবার আগে কোভিড টিকা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। কোভিড অতিমারীর মধ্যেও রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে একযোগে ১৫৬ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও গোটা রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। যারা এখনও টিকা গ্রহণ করেননি তাদের বাড়িতে গিয়ে টিকা প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে জনজাগরণ তৈরিতে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তিনি।

স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা বলেন, সবার আগে ১০০ শতাংশ কোভিড টিকাকরণে রাজ্যের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সমান অংশীদার হতে হবে তুলাশিখর ব্লককেও। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যেমন সফলভাবে এই এলাকায় বাস্তবায়িত হয়েছে ঠিক তেমনি কোভিড টিকাকরণের সুফল গ্রহণ করতেও সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণে গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। কোভিড টিকাকরণে ত্রিপুরা দেশের প্রথম সারিতে রয়েছে। যারা এখনও টিকা গ্রহণ করেননি তাদেরকে টিকাকরণের আওতায় আনতে সবার সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তিনি। চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, এন এইচ এমের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওবাল, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা রাধা দেববর্মা, খোয়াই জেলার জেলাশাসক মিতা মল সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

লাল দাস ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন।এরপর সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি জানান, ওএনজিসি কর্মীদের প্রচেষ্টায় গ্যাস লিক কন্টোল করে নিয়ে আসে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভি আই পি নিরাপত্তা থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা সবেতেই ডাক পড়ে টি এস আর জওয়ানদের। নিজেদের কাজের মাধ্যমে সবার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে এই বাহিনীর জওয়ানরা। এমনকি এক সময়ের ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই বাহিনীর জওয়ানরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টি এস আরের অধিকাংশ জওয়ানই কৃষক পরিবার থেকে এসেছেন। তাদের পরিবার একদিকে যেমন আমাদের অন্নের যোগান দিচ্ছেন তেমনি তাদের সন্তানেরা নাগরিকদের সুরক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী টি এস আর জওয়ানদের স্থানীয় এলাকায় কোভিড টিকাকরণ সম্পর্কে জনজাগরণ তৈরি করতে পরামর্শ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার যখন টি এস আর জওয়ানদের দিল্লি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় তখন অনেক বিদ্রূপের মুখে পড়তে হয়েছিলো। জওয়ানদের বনবাসে পাঠানো হচ্ছে বলেও একটা অংশ সমালোচনা করেছিলো। কিন্তু দিল্লিতে পাঠানো সেই টি এস আর জওয়ানরা এখন নিজের কাজের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার নাম উজ্জল করছেন।

তাদের থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু জওয়ান বহির্রাজ্যে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। আরও একটি রাজ্যে টি এস আর জওয়ানদের পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এজন্য প্রচুর আবেদন জমা পড়েছে বলেও তিনি জানান। এই বাহিনীর নামের সঙ্গে যেহেতু ত্রিপুরার নাম জড়িত তাই তাদের কাজের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ উজ্জল করতে জওয়ানদের প্রতি আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

পাশাপাশি সবার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিষ্ঠার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করলে এর মূল্যায়ন হবেই। পদ বড় নয়। সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করাটাই বড় কথা। এদিন টি এস আর ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, খোয়াই জেলার জেলাশাসক মিতা মল প্রমুখ।

পুরস্কার

● প্রথম পাতার পর

পর প্রথম এক ঘন্টায় ১ হাজার ৮০০ লাইক, ৫৪২ মন্তব্য ও ৮১ শেয়ার। নেটানাগরিকের মন্তব্যে দেখা গিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। মাধবী মজুমদার লিখেছেন, "এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ হয়েছে। গান্ধী ফ্যামেলি ঠিক নেপোয় মারে দই'। শ্রাবণী দাস লিখেছেন, "অনেক আগেই করা উচিৎ ছিল, তবু দেরিতে হলেও এই সঠিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত। মোদিজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে কিছু পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকজনের খুব কষ্ট হবে।" শান্তনু চ্যাটার্জী লিখেছেন, "ঠিক করেছেন, রাজীব গান্ধীর সঙ্গে (যদিও গান্ধী বলে মানিনা) খেলার কোন সম্পর্ক নেই!"

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে, কিন্তু উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কোন হেলদোল নেই।

তাঁর আরও অভিযোগ, রাতে শহরে কারফিউ জারি রয়েছে। ফলে, একা একজন মহিলার পক্ষে থানায় যাওয়া সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে থানার ফোন সচল রাখা খুবই জরুরি। তাছাড়া, কারফিউ চলাকালীন সময়ে চুরির ঘটনায় তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

ভগবান দাস

● প্রথম পাতার পর

এডিএম-কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলেন। এরই মধ্যে সান সাইন গ্রুপ নামক একটি সংস্থা ওই একাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা সরিয়ে নিয়েছেন বলে জানান বিধায়ক। ভগবান দাসের অভিযোগ শ্রমিকরা জারিজুরি করেছে এবং প্রকৃত তথ্য গোপন রেখেছে বলেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে তিনি আর্থি ঘোটালার সাথে যুক্ত নয় বলে দাবি করেছেন।

চড়ছে

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে রাখে ছেলে, এমনতেই অনেক অভিযোগ রয়েছে।

প্রধানের স্বামী বিরুদ্ধে বিভিন্ন নেশা কারবারে সাথে জড়িত, এমনকি গত ৪ জুলাই রাস্তার পাশে সাইড ওয়াল নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ছিলো খুদ বিজেপি যুব মোর্চার সম্পাদক সহ এলাকার জনগণ, দুর্নীতি খবর প্রকাশের পর বক্সনগর যুব মোর্চার সম্পাদক ইকবাল হোসেনে উপর প্রানঘাতি হামলাও চালায় প্রধানের স্বামী খুরশেদ আলম।পরবর্তী সময় থানায়ও মামলা হয়।

এখনো মামলা চলছে প্রধানের স্বামী বিরুদ্ধে। প্রধানের স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ট এলাকার সাধারণ জনগণ।আজকের এই সভায় বক্সনগর ব্লকের ভাইস-চেয়ারম্যান সহ মন্ডল সভাপতির সামনে এই ধরে ঘটনা কিন্তু দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বিজেপি নেতৃত্বরা।অথচ সভার উদ্দেশ্যে ছিলো মহিলাদের সুরক্ষা।আর এই মহিলা সুরক্ষা কমশালায় মহিলার উপর এমন আক্রমণ? এই ঘটনা এলাকায় জানাজানি হতেই গোটা সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে ছি ছি রভ উঠেছে। এখন দেখার পুলিশ মামলা নিয়ে কি ধরে ব্যবস্তা গ্রহন করে??

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

রিচার্জ করতে কিন্তু সেখান থেকে আর বাড়িতে ফিরে যায়নি বলে হেমন্তের মা কুসন্তি মগ সংবাদ মাধ্যমের সামনে দ্বারস্থ হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। হেমন্ত মগের বাই সাইকেল ও মোবাইল হরিপুর বাজারে পাওয়া গেলেও জুতো পাওয়া যায় হরিপুর পঞ্চায়ত সংলগ্ন একটি টিলা ও লেইকের জলের মধ্যে থেকে। হেমন্ত মগের মা কুসন্তি মগ বিস্তারিত জানিয়ে ঋষ্যমুখ ফাঁড়িতে গত বৃহস্পতিবার একটি নিখোঁজ ডাইরি করে বলে জানান। নিখোঁজ হওয়া ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আবেদন জানান মা।

আদায়

● প্রথম পাতার পর

দেখেছে। শ্রীকান্তবাবু এদিন বলেন, আগরতলায় একটি শপিং মলে অভিযানে দেখা গেছে কোভিড বিধি মানা হচ্ছে না। ক্রেতারা সামাজিক দুরুত্ব মানছেন না এবং মলের কর্মীরা মুখে মাস্ক পড়ছেন না। তাই, ওই মল কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ের নোটিশ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, করোনাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে বহু চেষ্টা করা হচ্ছে। সামান্য গাফিলতির জন্য বড় বিপদ ডেকে আনবে জনও সাধারণ। তাই, তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, কোভিড বিধি মেনে চলুন, অন্যথায় প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

জখম হয় মিঠুয়ারা বেগম। এ বিষয়ে বিশালগড় মহিলা থানায় শ্বশুর শাশুড়ির বিরুদ্ধে মামলা করবে বলে জানান। তবে শাসকদলের নেতা দেলু মিয়া ও ওনার স্ত্রী রোমানা বেগম তাদের তাণ্ডবে বিশালগড় কদমতলী এলাকার জনগণ অতিষ্ঠ।

টিকাকরণ

● আটের পাতার পর

পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৯,৫৩,২৭,৫৯৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৭,৯৭,৮০৮ জনকে। ভারতে ৪৭.৬৫-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৬,৪০,২৮৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৭,৬৫,৩৩,৬৫০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৪০,২৮৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪ হাজার ৬৪৩ জন।

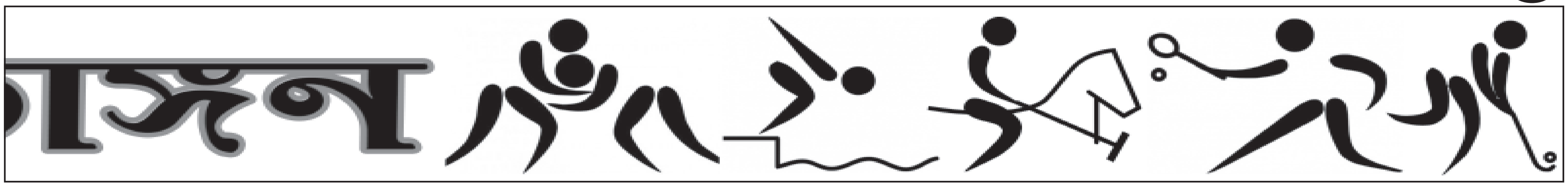

৪-৩ ব্যবধানে ব্রিটেনের কাছে হার, হেরে গেল মহিলা হকি টিম

টোকিও, ৬ আগস্ট (হি.স.): ব্রোঞ্জ জয়ের স্বপ্নপূরণ হল না, টোকিও অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেনের কাছে ৪-৩ ব্যবধানে হেরে গেল ভারতীয় মহিলা হকি টিম। প্রথম কোয়ার্টারে ম্যাচের শুরুতেই আক্রমণ হানে গ্রেট ব্রিটেন। ২ মিনিটের মাথায় ম্যাচের প্রথম পেনাল্টি কর্নার পেয়ে যায় ব্রিটেন। অ্যানসলেইয়ের শট প্রতিহত করেন ভারতের গোলকিপার সবিতা। ১০ মিনিটের মাথায় ব্রিটেন দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয়। তবে ট্র্যাপের সময় বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি তারা। ভারত এ যাত্রায় বিপদ থেকে বেঁচে যায়। প্রথম ১৫ মিনিটে ম্যাচ ছিল গোলশূন্য।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই গোল খেয়ে বসে ভারত। ব্রিটেন ১-০ গোলে এগিয়ে যায়। ২০ মিনিটের মাথায় ভারত প্রথম পেনাল্টি কর্নার পেয়ে যায়। তবে তা থেকে গোল করতে পারেনি। সুযোগ নষ্ট হয় এযাত্রায়। ২৪ মিনিটের মাথায় রবার্টসনের গোলে ২-০ লিড নেয় ব্রিটেন। ২৫ মিনিটে মাথায় দ্বিতীয় বার পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। ব্রিটেন সেভ করে পেনাল্টি কর্নার। তবে ভারত আরও একটা পেনাল্টি কর্নার পেয়ে যায়। গুরজিত কউর গোল করে ভারতের ব্যবধান কমিয়ে ১-২ করেন। ২৬ মিনিটের মাথায় ভারত ফের পেনাল্টি কর্নার পায়। ফের গোল করেন ড্র্যাগফ্লিকার গুরজিত। ভারত ম্যাচে ২-২ সমতা ফেরায়। ২৯ মিনিটের মাথায় বন্দনার গোলে ৩-২ এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের খেলা শেষ, হাফ-টাইমে ভারত ৩-২ গোলে এগিয়ে থাকে।

৩৫ মিনিটের মাথায় পিটারের শট সেভ করেন সবিতা। তবে বক্সের ভিতরে পুনরায় শট নেন পিয়ের্ন-ওয়েব। তাঁর গোলেই ম্যাচে ৩-৩ সমতা ফেরায় গ্রেট ব্রিটেন। ৩৬ মিনিটের মাথা পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। গোল করতে পারেনি। ম্যাচে ফের পরপর পেনাল্টি কর্নার পেয়ে যায় ব্রিটেন। এবার গোল করতে ভুল করেননি গ্রেস বলসডন। প্রথম দু''বার ব্যর্থ হওয়ার পর ৪৮ মিনিটের মাথায় তৃতীয় প্রচেষ্টায় ৪-৩ গোলে এগিয়ে যায় ব্রিটেন। বল গোলকিপারের পায়ের নীচ দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। চতুর্থ কোয়ার্টারের খেলা শেষ। ভারত ৩-৪ গোলে পরাজিত হয় ব্রিটেনের কাছে। ফলে ব্রোঞ্জ পদক এবারের মতো হাতছাড়া হয় ভারতের।

মহিলা হকি টিমের সাফল্য মেয়েদের এই খেলায় উদ্বুদ্ধ করবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): ব্রোঞ্জ জয়ের স্বপ্নপূরণ হয়নি ভারতীয় মহিলা হকি টিমের, টোকিও অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেনের কাছে ৪-৩ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন রানি রামপালরা। তাতে কী! ভারতীয় মহিলা হকি টিমকে তাঁদের পারফরম্যান্সের জন্য প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর বার্তা, মহিলা হকি টিমের এই সাফল্য ভারতীয় মেয়েদের এই খেলায় উদ্বুদ্ধ করবে।

গ্রেট ব্রিটেনের কাছে ৩-৪ গোলে হেরে মেয়েদের হকির ব্রোঞ্জ পদক হাতছাড়া ভারতের। এবার মেয়েদের সামনে হাতছানি ছিল প্রথমবার অলিম্পিকের মঞ্চে ব্রোঞ্জ পদক জিতে ইতিহাস গড়ার। সেই লক্ষ্যেই গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে ভারতের মহিলা হকি দল। যদিও শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়েও হার মানতে হয় রানিদের। রানি রামপালদের পারফরম্যান্সে ভীষণ খুশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'এই টিমের প্রতি গর্বিত। টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় মহিলা হকি টিমের পারফরম্যান্স আমরা সর্বদা মনে রাখব। মহিলাদের হকিতে অল্পের জন্য পদক জিততে পারিনি আমরা, কিন্তু এই দল নতুন ভারতের চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। তাঁদের সাফল্য মেয়েদের এই হকি খেলায় উদ্বুদ্ধ করবে।'

এফ সি বার্সেলোনা ছাড়ছেন মেসি ক্লাব জানাল নতুন চুক্তি সম্ভব নয়

মাদ্রিদ, ৬ আগস্ট (হি.স.): লিওনেল মেসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল এফ সি বার্সেলোনা ক্লাব। শেষ হল বিগত ২১ বছরের সম্পর্ক। স্পেনের সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার স্প্যানিশ ফুটবল ক্লাবের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, মেসির সঙ্গে নতুন চুক্তি সই সম্ভব নয়। মেসিকে আর খেলতে দেখা যাবে না বার্সেলোনার সঙ্গে। ক্লাবের ওয়েব সাইটে জানানো হয়েছে, 'বার্সেলোনা ও লিওনেল মেসি একটি সমঝোতায় আসার পরেও, দুই পক্ষই চুক্তিতে সই করতে আগ্রহী থাকলেও স্প্যানিশ লিগের নিয়ম অনুযায়ী কিছু আর্থিক বিধি নিষেধ থাকায় তা সম্ভব হল না। দুই পক্ষই এর জন্য দুঃখিত। ক্লাবের সাফল্যের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বার্সেলোনা আন্তরিক ভাবে মেসির কাছে কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগত ও পেশাদার জীবনের জন্য মেসিকে শুভেচ্ছা।' চলতি মরশুমেই মেসির সঙ্গে বার্সেলোনার চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর নানা টালবাহানার পরে মেসি অর্ধেক বেতনেও খেলতে রাজি হয়ে যান। মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায়, আগামী পাঁচ বছরের জন্য মেসি-বার্সা চুক্তি সই হয়ে যাবে। কিন্তু তার পরেও নিয়মের জটিলতায় নতুন চুক্তি সই সম্ভব হল না। বার্সেলোনা বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্প্যানিশ লিগের নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের পক্ষে মেসিকে সই করানো সম্ভব হয়নি। স্প্যানিশ লিগ কর্তৃপক্ষ নতুন নিয়ম চালু করেছেন, প্রতিটি ক্লাবকে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁদের ফুটবলারদের বেতন দিতে হবে। কাউকে আকাশ ছোঁয়া পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে না। মেসি অর্ধেক বেতনে খেলতে রাজি হলেও এই নিয়মের কারণে বার্সার পক্ষে তাঁকে সই করানো সম্ভব হয়নি।

ধ্যানচাঁদের সম্মানে গর্বিত ছেলে অশোক কুমার

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি. স.): "এটা ভারতীয় হকির জন্য গর্বের দিন।" দেশের খেলাধুলার সবচেয়ে বড় 'খেল রত্ন' পুরস্কারের সঙ্গে হকির জাদুকরের নাম জুড়ে 'মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার' হওয়ার পর এমনই প্রতিক্রিয়া প্রয়াত মেজর ধ্যানচাঁদের পুত্র তথা প্রাক্তন অলিম্পিয়ান অশোক কুমারের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি প্রশংসায় ভরিয়ে দেন।

মিউনিখ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ী ধ্যানচাঁদের পুত্র জানান, "ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল এ বারের অলিম্পিকে দারুণ পারফরম্যান্স করেছে। স্বভাবতই ওদের দেখে গোটা দেশের মানুষ বাড়তি অনুপ্রেরণা পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও খেলাধুলা পছন্দ করেন। কৃতি মানুষদের সম্মান দিতে জানেন। তাই বাবা এমন সম্মান পেলেন। এটা ভারতীয় হকির জন্য গর্বের দিন।"

হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদকে ভারত রত্ন পুরস্কার দেওয়া হোক। গত কয়েক বছর ধরে এই দাবি তুলেছিল তাঁর পরিবার। এমনকি দেশের একাধিক ক্রীড়াব্যক্তিত্ব থেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোকজনও ধ্যানচাঁদকে এই পুরস্কার দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। ভারত রত্ন না পাওয়া নিয়ে তাঁর পরিবারের আক্ষেপ থাকলেও, শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর তাঁর পরিবারের এই প্রত্যাশা পূরণ হল। যা নিয়ে অশোক কুমার আরও বলেন, "বাবার অনেক আগে ভারত রত্ন পাওয়া উচিত ছিল। সেটা নিয়ে আক্ষেপ তো থাকবেই। তবে এই সম্মানও কিন্তু আমাদের পরিবার ও দেশের হকি প্রেমী মানুষদের কাছে বড় প্রাপ্তি।"

মহিলা হকি দলের ৯ সদস্যকে ৫০ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেবে হরিয়ানা সরকার

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানে শেষ করা ভারতের মহিলা হকি দলের রাজ্যের ন'জন খেলোয়াড়ের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল হরিয়ানা সরকার। অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হলেও শুক্রবার ভারতের মহিলা হকি দলের দুরন্ত সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা হরিয়ানার ন'জন মহিলা হকি খেলোয়াড়কে ৫০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

শুক্রবার ব্রোঞ্জের ম্যাচে গত বারের সোনাজয়ী গ্রেট ব্রিটেনের মুখোমুখি হয়েছিল ভারতের মহিলা হকি দল। সেই ম্যাচে শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই চালালেও শেষ পর্যন্ত ৩-৪ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয় ভারতকে। তবে অলিম্পিকে ভারতের এই হারকে পদক পাওয়া বা না-পাওয়া দিয়ে বিচার করা হচ্ছে না।

কেননা টোকিওয় ভারতীয় হকি দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়েছে শেষ পর্যন্ত, তা কুর্নিশ আদায় করে নিচ্ছে সকলের। অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হলেও ভারতের মহিলা হকি দলের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে হরিয়ানা সরকার। হরিনায়ান মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় দলকে টোকিওর দুরন্ত পারফর্ম্যান্সের জন্য অভিনন্দন জানান। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা হরিয়ানার ন'জন মহিলা হকি খেলোয়াড়কে ৫০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, অধিনায়ক রানি রামপাল ছাড়াও ভারতের মহিলা হকি দলে হরিয়ানা থেকে রয়েছেন নেহা গয়াল, নিশা ওয়ারশি, উদিতা দুহান, নবনীত কৌর, মনিকা মালিক, শর্মিলা দেবী, নবজ্যোত কৌর এবং সবিতা পুনিয়া। তাঁদের প্রত্যেককে ৫০ লক্ষ টাকা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন খট্টর। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মহিলা হকি দলের প্রশিক্ষকের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন শোয়ার্ড মারিন

টোকিও, ৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় মহিলা হকি দলের প্রশিক্ষকের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন শোয়ার্ড মারিন। টোকিও থেকে পদক আনতে ব্যর্থ হওয়ার দিনেই নিজের ইস্তফার কথা জানাতে গিয়ে ভারতীয় মহিলা হকি দলের প্রশিক্ষক শোয়ার্ড মারিন ব্লেণ, ভারতের মহিলা দলের প্রশিক্ষক হিসেবে এটাই আমার শেষ ম্যাচ ছিল। টোকিওয় ভারতীয় মহিলা হকি দল ব্রোঞ্জ মেডেল জিততে ব্যর্থ হলেও রানি রামপাল, সবিতা পুনিয়াদের লড়াই নজর কেড়েছে গোটা বিশ্বের। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি প্রশিক্ষক শোয়ার্ড মারিনের প্রশংসায় সমর্থক থেকে বিশেষজ্ঞ সকলেই। আশা ছিল ডাচ কোচের অধীনে টোকিওর পর সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাবে ভারতীয় দল। তবে তা আর হচ্ছে না। গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচ হারার ঘন্টা খানেক পরেই শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ভারতের মহিলা দলের প্রশিক্ষক বলেন, "ভারতীয় দলের উন্নতির জন্য আমার আর কোনও পরিকল্পনা নেই। ভারতের মহিলা দলের প্রশিক্ষক হিসেবে এটাই আমার শেষ ম্যাচ ছিল। এবার পুরো দায়িত্ব জান্নেকার স্কপম্যানের ওপর।" স্পোর্টস অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) মারিন, স্কপম্যান দুজনের চুক্তি বাড়ানোর পরামর্শ দিলেও ব্যক্তিগত কারণে দেশে ফিরতে চাইছেন মারিন। তিনি বলেন, "আমি সাড়ে তিন বছর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তবে আমি এই দলের সবার অভাব বোধ করব। একটা দারুণ যাত্রা শেষ হল।"

তিনি রানিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা হয়ত পদক জিততে পারোনি, তবে ভারতীয়দের হৃদয় জিতে নিয়েছ। আমি তোমাদের জন্য গর্বিত।" এদিন এক আবেগঘন টুইটবার্তাও দেন ভারতীয় কোচ। তিনি লেখেন, 'আমাদের দল কোন পদক জিততে পারেনি ঠিকই, তবে আমরা তার থেকেও বড় কিছু জয় করেছি। আমরা সকল ভারতবাসীকে গর্বিত করেছি এবং লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মহিলাদের এই ভরসা দিতে সক্ষম হয়েছি যে, কঠিন পরিশ্রম এবং নিজের ওপর ভরসা থাকলে স্বপ্নকে বাস্তবায়িতও করা যেতে পারে। সকলের সমর্থনের জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

কুস্তির সেমিফাইনালে হার বজরং পুনিয়ার, থাকলেন ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে

টোকিও, ৬ আগস্ট (হি.স.) : সেমিফাইনালে হেরে গেলেন বজরং পুনিয়া। ৬৫ কেজি বিভাগের ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে আজারবাইজানের হাজি আলিয়েভের কাছে লড়াই করেও ৫-১২ পয়েন্টে হারলেন তিনি। তবে পদকের সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়নি। রেপেশাজের মাধ্যমে ব্রোঞ্জ জয়ের আশা এখনও রয়েছে কমনওয়েলথ এবং এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী এই কুস্তিগিরের। শনিবার দুপুরে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে নামবেন পুনিয়া। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই খেলা শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু তিন বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং গত বারের অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী হাজির বিরুদ্ধে একাধিক ভুলই ছিটকে দিল তাঁকে। ম্যাচে দু'বার বজরংকে ট্যাকল করে এবং দু'বার 'লেগ অ্যাটাক' করে মোট আট পয়েন্ট তুলে নেন হাজি। সেটাই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয়। এক সময় ৯-২ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছিলেন হাজি।

তার পরে ম্যাচে ফেরার প্রবল চেষ্টা করেছিলেন বজরং। তিন পয়েন্ট তুলে নেন। কিন্তু ততক্ষণে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন হাজি। উল্টে চ্যালেঞ্জ হেরে যাওয়ার কারণে বাড়তি এক পয়েন্ট পেয়ে যান হাজি। শেষে ৫-১২ পয়েন্টে বজরংকে হারান তিনি। ফাইনালে জাপানের তাকুতো ওতোগুরোর মুখোমুখি হবেন হাজি।

অবিশ্বাস্য টেক ডাউনে সাফল্য, সেমিফাইনালে বজরং পুনিয়া

টোকিও, ৬ আগস্ট (হি.স.): দুরন্ত ও অবিশ্বাস্য টেকডাউনে সাফল্য পেলেন ভারতীয় কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া। ইরানের প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন বজরং। শুক্রবার পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগে (ফ্রিস্টাইল) কিরঘিজস্তানের এর্নাজার আকমাতালিয়েভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন পুনিয়া। বিপক্ষ পেনাল্টি পাওয়ায় প্রথম পয়েন্ট পান বজরং। স্কোর ৩-৩ ফলে টাই ছিল। কিন্তু প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষকে করা টেক ডাউনের সুবাদে জিতে যান বজরং।

এরপর কোয়ার্টারে ইরানির ঘিয়াসি মোর্তেজা চেকার বিরুদ্ধে নামেন বজরং। প্রথম রাউন্ডের শেষে ০-১ পিছিয়ে ছিলেন বজরং। দুরন্ত টেক ডাউনে ইরানের প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন বজরং। এবার আজারবাইজানের আলি হাজিয়েভের মুখোমুখি হবেন বজরং।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ পকেটে পুড়ল বাংলাদেশ

ঢাকা, ৬ আগস্ট (হি.স.) : দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে গেল বাংলাদেশ। শুক্রবার তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ১০ রানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে জয়ী হয় বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রথম তিনটি ম্যাচেই জিতে গেল তারা।

স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। উল্টো দিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিন যত এগিয়ে আসছে, তত চিন্তার ভাঁজ বাড়ছে অস্ট্রেলিয়ার। শুক্রবার বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৭ রান তোলে। জবাবে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৭ রানের বেশি তুলতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশের জয়ের নায়ক মাহমুদুল্লাহ, নাসুম আহমেদ এবং মুস্তাফিজুর রহমান। মাহমুদুল্লাহ ৫২ রান করেন। নাসুম ৪ ওভারে মাত্র ১৯ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন। মুস্তাফিজুর উইকেট না নিলেও ৪ ওভারে মাত্র ৯ রান দেন।

এর আগে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ৫ উইকেটে জিতেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে জিতেছিল ২৩ রানে।

মেয়েদের ফ্রি-স্টাইল কুস্তির প্রথম বাউটেই হেরে গেলেন সীমা বিসলা

টোকিও, ৬ আগস্ট (হি.স.): মেয়েদের ফ্রি-স্টাইল কুস্তির প্রথম বাউটেই হেরে গেলেন সীমা বিসলা। শুক্রবার ৫০ কেজি বিভাগের তিউনিশিয়ার সারা হামদির কাছে হার মানেন ভারতীয় তারকা।

এরপর তিউনিশিয়ার প্রতিপক্ষ ফাইনালে উঠতে না পারায় ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে নামার সুযোগও হাত ছাড়া হয়ে এবারের মত অলিম্পিক যাত্রা শেষ হয়ে যায় ভারতীয় কুস্তিগীরের।

শুক্রবার মেয়েদের ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ৫০ কেজি বিভাগের তিউনিশিয়ার সারা হামদির বিরুদ্ধে বাউটের প্রথম পিরিয়ডে ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকেন ভারতীয় কুস্তিগীর সীমা বিসলা। সেকেন্ড পিরিয়ডে ভারতীয় তারকা ১ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। তবে তিউনিশিয়ান তারকা সেকেন্ড পিরিয়ডে তুলে নেন আরও ২ পয়েন্ট। ফলে ১-৩ ব্যবধানে বাউট হেরে বসেন সীমা।

শুরুতেই হারলেও সীমার সামনে রেপেচাজে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে নামার সুযোগ থাকত তিউনিশিয়ান তারকা ফাইনালে উঠলে। তবে হামদি কোয়ার্টার ফাইনাল বাউটেই হেরে বসেন আজারবাইজানের মারিয়া স্টাডনিকের কাছে। হামদির ফাইনালে ওঠার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রেপেচাজের দরজা খোলেনি সীমার সামনে। ফলে এবারের মত টোকিও অলিম্পিক থেকে বিদায় নিয়ে হয় ভারতীয় কুস্তিগীরকে।

গলফে পদক জয়ের সম্ভাবনা, তৃতীয় রাউন্ডের শেষে দু''নম্বরে অদিতি

টোকিও, ৬ আগস্ট (হি.স.) : অলিম্পিকের গলফেও চমক দিচ্ছে ভারত। শুক্রবার তৃতীয় রাউন্ডে একটি থ্রি-আন্ডার ৬৭ করে ভারতের গলফার অদিতি অশোক দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখতে সফল। তাঁর থেকে উপরে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেলি কর্দা। দু''জনের মধ্যে ব্যবধানও অত্যন্ত কম। ফলে গলফেও এবার ভারতকে পদক জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অদিতি অশোক।

আগামীকাল শনিবার চতুর্থ রাউন্ডের খেলা। টোকিওতে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। যদিও কোনও কারণে খেলা না হয়, তা হলে অদিতির প্রথম ভারতীয় গলফার হিসেবে অলিম্পিকে পদক জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে আরও দুটি রাউন্ডের খেলা বাকি রয়েছে। যা হবে ৬ এবং ৭ আগস্ট। এই লিড ধরে রাখতে পারলেই টোকিওতে ইতিহাস গড়বেন অদিতি।

Executive Engineer, W.R Division No-II Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:-06 /EE/WRD-II/2021-2022 Dated 05-08-2021.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIT No : 06/ EE/WRD-II/2021-22	₹ ₹ 15, 24,339.00	₹ 15,243.00	3 (Three) months.	Rs. 1000.00
2	DNIT No : 07/ EE/WRD-II/2021-22	₹6,67,722.00	₹6,677.00	6 (six) months..	Rs. 1000.00
3	DNIT No : 08/ EE/WRD-II/2021-22	₹ 6,52,954.00	₹ 6,530.00	6 (six) Month.	Rs. 1000.00
4	DNIT No : 09/ EE/WRD-II/2021-22	₹ 11,53,461.00	₹ 11,535.00	6 (six) months.	Rs. 1000.00
5	DNIT No : 10/ EE/WRD-II/2021-22	₹ 11,42,557.00	₹ 11,426.00	6 (six) Months	Rs. 1000.00

Last Date of bidding for bids 23-08-2021 upto 15.00Hrs.
Opening of Bid on 23-08-2021 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

(Er. Gautam Sen),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala

ICA-C-1637/2021-22

PRESS NIeT. NO. 461EE/DWS/DIVNIUDP/2021-22 Dated, 02/0812021

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura. single bid percentage a to e-tender from the approved and eligible Contractors I Firms I Agencies of appropriate class registered with FWD / TTAADC I MES / CPWD / Railway I P&T I Other State PWD I Central & State Sector undertaking with also having trade license & having work shop with 3-Phase connection (for SI No. 1) for the following works :-.

Sl. No.	Nar ie of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 194/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 6,45,299.00	₹ 6,453.00
2	DNIeT. No. 195/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 4,77,551.00	₹ 4,776.00
3	DNIeT. No. 196/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 11,12,894.00	₹ 11,129.00
4	DNIeT. No. 197/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 9,62,270.00	₹ 9,623.00
5	DNIeT. No. 198/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 7,69,792.00	₹ 7,698.00
6	DNIeT. No. 199/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 48,30,773.00	₹ 48,308.00
7	DNIeT. No. 200/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 47,92,968.00	₹ 47,930.00
8	DNIeT. No. 201/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 9,69,329.00	₹ 9,693.00
9	DNIeT. No. 202/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 26,01,192.00	₹ 26,012.00
10	DNIeT. No. 203/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 26,01,192.00	₹ 26,012.00

Last date and time for docume it downloading and bidding : Up to 15.00 Firs on 23-08-2021
Place, Time and date of open ng of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on **23-08.2021** if po: sible
Details tender notice m ly be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- IIII, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/ Ompi and the website **https:// www.tripuratenders.gov.in**

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District. Tripura

ICA-C-1633/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/EE/PWD (R&B)/ KMP/DIV/2021-22 Date: 02/08/2021

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD (R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the `Governor of Tripura' percentage rate e-Tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders Firms Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD upto 3.00 P.M on 23/08/2021 for the works : I . UN IT No.101DN IT/SE-V/AMB/2021-22 2. UNIT No. I I,DNIT/SE-V/AMB/2021-22 For details visit website ***htips:// tripuratenders.gov.in*** and for any enquiry, please contact by e-mail to ***pwd.rb.kmp.divisionggmail.com***.

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai Tripura.

ICA-C-1644/2021-22

No.F.4(12)TSHM/2021-22/1188 Dated, 04/08 / 2021

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is invited for determining the single rate up to Main seed store of different Agri/Horti Sub Divisions under West Tripura, Gomati & Dhalai Districts in the state of Tripura for supply of 830 nos. Mangosteen Grafts from accredited/approved/registered nurseries of state/Central/NHB accredited of the state/outside of Tripura. Nurserymen having valid nursery license will be considered as eligible bidder.

Tender form will be available at Directorate of Horticulture, Agartala, Paradise Chowmuhani up to 22/08/2021 in all working days on payment- of Rs. 200/- (non refundable) in favour of Director, Horticulture & Soil Conservation, Tripura in the form of Demand Draft (DD). The Bid submission date is on 23/08/2021 upto 5.30 pm. The Tender value is Rs. 1.80 lakh (Rupees One Lakh Eighty Thousand) only.

The details of the tender is available at the Directorate, Horticulture & Soil Conservation. The details may also be accessible by intending bidder from the website https://horti.tripura.gov.in/ and for any enquiry, please contact e-mail : dhctripura@yahoo.co.in/ tmcelltripura@gmail.com.

(Dr. P.B. Jamatia)'
Director
Horticulture & Soil Conservation,
Tripura, Agartala

ICA-C-1641/2021-22

F.No.8/CVSC/RKN/LFC/ICAR-CARI/POULTRY/1373

Walk in Interview

APPLICATION FOR ENGAGEMENT OF PROJECT ASSISTANT

Applications are invited from eligible candidates for engagement of **01(One)** Project assistant under the ICAR-CARI funded research project in the Department of Livestock Farm Complex, College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry. R.K. Nagar Tripura(W)- 799008

Essential Qualifications:

Name of the post	Category	Name of the project	Education Qualification	Consolidated Emolument
Project Assistant(01)	UR	"Identification and evaluation of locally available anconventional feed resources for poultry production and nutrigenomic studies in NEH region"	Graduation biological science with minimum 01 year research experience. **Desirable Qualification:** MSc in biological science with good communication skill and sound knowledge in computer will be given preference	Rs. 17,000/- Per month(Fixed)

Age limit: Must not be over 35 years as on 01st September 2021.
Please visit the website: www.ardd.tripura.gov.in & Tripura state portal. All future modification/corrigendum shall be made available in the website only. so all are requested to get the update from the website only.

Principle
College of Veterinary Sciences & A.H,
R.k. Nagar, West Tripura.

ICA-D-607/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ PostÄöìÄöìal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কোভিড অতিমারীর মধ্যেও কর্মসংস্থানের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ আগস্ট।। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। কোভিড অতিমারীর মধ্যেও নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানীয়জল সহ পরিকাঠামো উন্নয়ন সরকারের গুরুত্বের ক্ষেত্র। আজ খোয়াই জেলায় চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রথমে চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে কোভিড টিকাকরণ সম্পর্কে আরও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবার স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। এরপর তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে তিনজনের হাতে আয়ুমান ভারত প্রকল্পের ই-কার্ড তুলে দেন। চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের জন্য ভূমি দান করেছেন এমন চারজনকে এদিন সম্মানিত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই দুটি অনুষ্ঠানে বলেন, কোভিড টিকাকরণে গোটা দেশে শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা। রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীরা ছড়া, নালা, বনভূমি অতিক্রম করে মানুষের কাছে টিকা পৌঁছে দিচ্ছেন। গোটা রাজ্যে ৯১ শতাংশের অধিক টিকাকরণ হয়ে গেলেও তুলাশিখর এলাকা এখনও টিকাকরণের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবার আগে প্রয়োজন আমাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা। একটা অংশ টিকাকরণ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিলেন। তারাই সবার আগে এখন টিকা গ্রহণ করছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে টিকা গ্রহণ করে এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে গোটা দেশের মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যে ১০০ শতাংশ কোভিড টিকাকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তুলাশিখর এলাকার নাগরিকদের আরও বেশি করে কোভিড টিকা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা গ্রহণে জনজাগরণ তৈরি করতে গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত হীরা মডেল রাজ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাগুলিকে যুক্ত করছে উন্নত জাতীয় সড়ক। দেশের রাজধানী দিল্লির সঙ্গে সরাসরি বিমান পরিষেবা ও এ'প্রেস রেলের সহায়তায় গতি এসেছে রাজ্যের যোগাযোগ ক্ষেত্রে। ইন্টারনেট পরিষেবার উন্নয়নের ফলে সি এস সি সেন্টারগুলিতে রাজ্যের যুবক যুবতীদের যেমন কাজের সুযোগ হয়েছে তেমনি এই কেন্দ্রগুলির সহায়তায় বিভিন্ন পরিষেবা পাচ্ছেন গ্রামের মানুষ।

রাজ্যে এমজিএন রেগায় বেড়েছে শ্রমদিবসের কাজ। অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিতেও এমজিএন রেগায় শ্রমদিবসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। শুধু তাই নয় রেগার মজরিও বৃদ্ধি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখন কেন্দ্রীয় ব'নার স্প্লোগান নয় বরং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের ছোবলে গুরুতরভাবে জখম এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। বিদ্যুতের ছোবলে গুরুতরভাবে জখম এক ব্যক্তি। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন সরকার টিলা এলাকায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত ব্যক্তির নাম লক্ষণ দেবনাথ।

বিশালগড় এর সরকার জেলা এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের সানাইয়ের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে এক শ্রমিক।ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার সকাল ৯ টায় বিশালগড় সরকার টিলা এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইনের কাজ করতে যায় কয়েক জন শ্রমিক।উপরে ওঠে বৈদ্যুতিক লাইনের কাজ করছিল শ্রমিকরা। হঠাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যাওয়ায় বিদ্যুতের ছোবলে বিদ্যুতের খুঁটির উপর থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে জখম হয় লক্ষণ দেবনাথ নামে এক শ্রমিক।তার সঙ্গে থাকা সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে সেখান থেকে দ্রুত বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। লক্ষণ দেবনাথের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি আগরতলা টিএমসিতে রেফার করে দেন। বর্তমানে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

বিজেপির কদমতলা কুর্তি মন্ডলে কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ আগস্ট।। আজ সকাল ১১ টায় ত্রিপুরা অসম সীমান্তের কদমতলা কুর্তি মন্ডলের উদ্যোগে সাতসঙ্গম কমিউনিটি হলে বিজেপি দলের এক কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজকের কার্যকারিনী বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি ড: মানিক সাহা।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সম্পাদক টিংকু রায়, উত্তর জেলার জেলা প্রবাড়ি সজল আচার্য্য, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব,জেলা নেত্রী মলিনা দেবনাথ,মন্ডল সভাপতি রাজা ধর প্রমুখ। মূলত মন্ডল কমিটির সদস্য,মোর্চা সভাপতি ও শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখদের নিয়েই আজকের কদমতলা কুর্তি মন্ডলের কার্যকারিনী বৈঠক।কার্যকারিনী বৈঠকে উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের সকল মন্ডলেই রুটিন মাফিক চলছে কার্যকারিনী বৈঠক।তারই অঙ্গ হিসেবে কদমতলা কুর্তি মন্ডলে দলকে মজবুত, শক্তিশালী করা ও আগামীদিনের রাজনৈতিক রণকৌশল তৈরি করার প্রয়াস।

এদিকে প্রধান অতিথি প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন,বিজেপি দল সম্পূর্ণ সাংগঠনিক একটি দল। কেন্দ্রিয় বৈঠক থেকে শুরু করে রাজ্য ভিত্তিক বৈঠক। তারপর জেলা থেকে মন্ডল স্তরীয় কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।কার্যকারিনী বৈঠকের মূল বিষয় বস্তু নিয়ে শ্রী সাহা বলেন,আগামী তিন মাস দলের সাংগঠনিক ও দলীয় রনকৌশল নিয়ে কার্যকর্তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। তাছাড়া প্রধান অতিথি আরো বলেন, বর্তমানে বিরোধী দল বলে রাজ্য কোন রাজনৈতিক দল নেই। তাছাড়া তৃনমূল কংগ্রেসের লম্ফঝম্প শুধু লোক দেখানো মাত্র। তবে প্রথমবারের মতো কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রদেশ সভাপতি এসে ২০২৩ এর নির্বাচনী রণকৌশলের গুটি দিলেন।তাছাড়া বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে গেরুয়া দল ছেড়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে সভাপতি শ্রী সাহা আরো বলেন, গেরুয়া শিবির ছেড়ে যাওয়ার সংখ্যাটা অতি নগন্য। কিন্তু অন্যান্য দল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে আসার হিড়িক কিন্তু চলমান রয়েছে।

অপরদিকে প্রথমবারের মতো প্রদেশ সভাপতি কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে আসাতে কদমতলা মণ্ডলের যুব মোর্চা, সরসপুর, রানী বাড়ি, পিয়াড়িছড়া ও কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

বৈবাহিক সম্পর্কেও ধর্ষণের অভিযোগ আনা যাবে ঐতিহাসিক রায় কেরল হাইকোর্টের

কেরল, ৬ আগস্ট (হি স)। বৈবাহিক সম্পর্কেও এবার থেকে ধর্ষণের অভিযোগ আনা যাবে। শুক্রবার এমনই ঐতিহাসিক রায় দিল কেরল হাইকোর্ট।

৬ বছর ধরে চলা একটি পুরনো মামলার প্রেক্ষিতে কেরল হাইকোর্টের রায় নারী অধিকারকেই আরেকবার প্রতিষ্ঠা দিল। কেরল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টতই নির্দেশ দিল, সম্মতি ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে শরীরিক সম্পর্ক ধর্ষণের সমান, তা নিয়ে কোনও মতবিরোধ থাকতে পারে না।

এখানেই থেমে থাকেননি বিচারপতিরা, আদালতের পর্যবেক্ষণ, ”স্ত্রীর শরীরের উপর স্বামীর অতিরিক্ত কোনও অধিকার বর্তায় না। স্বামী স্ত্রী দুজনেরই সমান অধিকার রয়েছে। সম্মতির বাইরে জোর করে শরীরিক সম্পর্ক ধর্ষণের সমান অপরাধ বলেই গৃহীত হবে। এটা মানসিক ও শারীরিক ধর্ষণের সমতুল্য।” হাইকোর্টের নির্দেশ, ”বৈবাহিক ধর্ষণও ডিভোর্সের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হিসেবে গৃহীত হবে।” এর আগে বৈবাহিক সম্পর্কে ধর্ষণকে অপরাধের তকমা দেওয়ার আর্জি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কয়েকটি সামাজিক ও মহিলা সংগঠন। তাতেই আপত্তি তুলে মোদী সরকার সরকারের আরও যুক্তি, ভারতের মতো দেশে সাক্ষরতা, আর্থিক ক্ষমতার অভাবের মতো সমস্যা রয়েছে। সমাজের মানসিকতা, বৈচিত্র্য, দারিদ্রও সমস্যা।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে স্থানীয়দের ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তের দশরথ সেতু অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ আগস্ট।। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গোটা রাজ্যের সাথে আজ বিকেল তিনটে নাগাদ উত্তর জেলার ত্রিপুরা মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সিল করে দেন স্থানীয় জনগণ। ঘটনাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে পানিসাগর মহাকুমার মহকুমা শাসক রজত কুমার ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ছুটে আসেন মিজোরামের মামিত জেলার এসডিও। বিকাল থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত টানা কয়েক ঘন্টা উভয় রাজ্যের প্রশাসনিক ভাবে বৈঠক হয় দামছড়া বাজারে। উক্ত বৈঠকে উভয় রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আলোচনায় উঠে আসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়গুলোর মধ্যে, ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্ত এলাকা দীর্ঘদিন ধরে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে বন্ধ থাকাতে ক্ষতিগ্রস্ত উভয় রাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। উঠে আসে, যদি রাজ্যের ব্যবসায়ীরা পার্শবর্তী রাজ্য মিজোরামের কানমুনে প্রবেশ করে দ্রব্য সামগ্রিক ক্রয় করতে পারে এবং মিজোরামের ব্যবসায়ীরা দামছড়া এসে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে তাহলে আগামীকাল থেকে দশরথ সেতু উন্মুক্ত থাকবে।সেই সকল বিষয়গুলো উভয় ভাবে মেনে নেওয়া না হয় তাহলে দশরথ সেতু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।তবে আজকের আলোচনার পর দশরথ সেতু উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আগামীকাল সকাল দশটা নাগাদ দামছড়াতে রাজ্যের ও মিজোরামের প্রশাসনিক স্তরের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সর্বোপরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে উল্লেখযোগ্য যে, করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে বিশেষত দামছড়া এলাকার অজস্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আজ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। মাঝপথে দামছড়া সহ পানিসাগর ও ধর্মনগরের পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের এ যাত্রায় শাপে বর হয়েছে। বর্তমানে দামছড়ায় দেখা দিয়েছে নিত্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট।যেমনটা আলু প্রতি কেজি পঁয়ত্রিশ টাকা। পেঁয়াজ আশি টাকা। ডিম চল্লিশ টাকা সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য আজ আকাশ ছোঁয়া।আর তাতে অধিক মুনাফা লুটে নিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা। কিন্তু বর্তমানে স্থানীয় প্রশাসন এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার মত প্রয়োজন মনে করছেনা। সীমান্তবর্তী দামছড়া এলাকাটি স্বাভাবিকভাবে গরিব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। তার উপর দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া হওয়াতে আজ বাধ্য হয়ে ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্ত দশরথ সেতু বন্ধ করে বসেন সাধারণ জনগণ।এখন দেখার বিষয় স্থানীয় প্রশাসন পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে,নাকি অর্থের কাছে হার মেনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দেয়?

লোকসভায় পাশ সংশোধনী কর আইন বিল, ৯ আগস্ট অবধি মুলতুবি উভয়কক্ষ

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): পেগাসাস নিয়ে দলবদ্ধ বিরোধীরা, প্রতিদিনই স্লোগান উঠছে কৃষি আইনের বিরুদ্ধেও। বিরোধী সাংসদদের স্লোগান, হইচই থামছেই না সংসদে। পেগাসাস-সহ অন্যান্য ইস্যুতে শুক্রবারও উত্তাল হল সংসদের উভয়কক্ষ। শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পেগাসাস প্রোজেক্ট মিডিয়া রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যসভা ও লোকসভায় সরব হন বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। এরপরও হইচই চলতে থাকলে, আগামী ৯ আগস্ট বেলা এগারোটা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। এদিনই লোকসভায় পাশ হয়েছে সংশোধনী কর আইন বিল, ২০২১।

গন্ডাছড়ায় রাবার প্রসেসিং সেন্টারে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার মুক্তিমা কলোনি রাবার প্রসেসিং সেন্টারে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতির অভিযোগ এনে আবার চাষীরা রাবার প্রসেসিং সেন্টার এর তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গন্ডা ছড়ায় মুক্তিমা কলোনিতে একটি রাবার প্রসেসিং সেন্টার রয়েছে।গন্ডাছড়া মুক্তিমা কলোনীসিত রাবার প্রসেসিং সেন্টারে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।দুর্নীতির অভিযোগ এনে শুক্রবার তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে রাবার চাষীরা। জানা যায়, টিআরপিসি পরিচালিত রাবার প্রসেসিং সেন্টারে চাষিরা রাবার কস দিতে গিয়ে পরিমানে কম পাচ্ছে। সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা রাবার চাষিদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত কস বেশি নিচ্ছে অথচ পরিমানে তাদের কম দেখানো হচ্ছে বলে চাষিদের অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে রাবার চাষিরা শুক্রবার গন্ডাছড়ার পঞ্চরতন মুক্তিমা কলোনীসিত রাবার প্রসেসিং সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবিলম্বে দুর্নীতি মুক্ত করা হলে তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন বলে জানিয়েছেন। রাবার প্রসেসিং সেন্টারের তালা ঝুলিয়ে দেওয়া সেখানকার কাজকর্ম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

রাবার বাগানের মালিক ও শ্রমিকরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন রাবার প্রসেসিং সেন্টারে দুর্নীতি দূর করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন রাবার চাষীরা।

বাবা বাচ্চার মালিক নন, সন্তান মায়ের পদবিও নিতে পারে ঃ দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.) : মেয়েকে তাঁর পদবিই ব্যবহার করতে হবে, মায়েরটা নয়। এক নাবালিকার বাবা এই মর্মে নির্দেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আবেদনে বলা হয়, মেয়ের পদবি হিসাবে তাঁর নাম যাবে, মায়ের নাম নয়। কিন্তু এহেন আর্জি খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট বলেছে, প্রতিটি বাচ্চার অধিকার আছে বেছে নেওয়ার, বাবা না মা, কার নাম সে পদবি হিসাবে ব্যবহার করবে।

বিদ্যা সাক্সেনা বনাম পূর্ব দিল্লি পুরসভা মামলায় নাবালিকার বাবার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বিচারপতি রেখা পল্লি বলেছেন, বাবা মেয়ের মালিক নন যে তিনিই ঠিক করে দেবেন, মেয়ে শুধু তাঁর পদবিই ব্যবহার করবে। নাবালক মেয়ে যদি মায়ের পদবি ব্যবহার করে খুশি থাকে, তাতে আপনার অসুবিধা কোথায়? নাবালিকার বাবার উদ্দেশে এই প্রশ্ন করেছেন বিচারপতি পল্লি।

প্রত্যেক মেয়ের মায়ের পদবি ব্যবহারের স্বাধীনতা আছে। যদিও আবেদনকারী বাবার পক্ষের কেঁ সুলি অনুজ কুমার রঞ্জন সওয়াল করেন, মেয়েটি ছোট, নাবালক, তার নিজের এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আদালতকে জানানো হয়, বাচ্চা মেয়েটির পদবি ”শ্রীবাস্তব” থেকে বদলে ”সাক্সেনা” করেছিলেন আবেদনকারী বাবার বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রী। আবেদনকারী বাবা জানান, নাম-পদবি বদলের ফলে এলআইসি পলিসির বিমার টাকা দাবি করায় সমস্যা হবে কারণ পলিসিটা করা হয়েছিল মেয়ের নামে যাতে বাবার পদবির উল্লেখ ছিল। তবে আবেদনকারীর বক্তব্য বিস্তারিত শুনে বিচারপতি পল্লি আবেদন গ্রহণে অস্বীকার করেন, তার সারবত্তা নেই বলে জানান। যদিও আদালত আবেদনকারী বাবাকে এই অধিকার দিয়েছে যে, তিনি নাবালক মেয়ের স্কুলে গিয়ে বলতে পারবেন যাতে সেখানে বাবা হিসাবে তাঁর নাম থাকে। বিচারপতি পল্লি বলেন, বর্তমান রিট পিটিশনে কোনও মেরিট দেখতে পাচ্ছি না। এলআইসির টাকা পাওয়া যাবে না, এটা একেবারেই ভুল ধারণা। আবেদনকারীর সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা করার চেষ্টা এটা।

৪৯.৫৩-কোটির উর্ধে টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট (হি.স.): কোভিড টিকাকরণ ফের অনেকটাই বাড়ল ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৫৭.৯৭-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারতে ৪৯.৫৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবীতে সুর চড়ালেন প্রদ্যুত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। গ্রেটার তিপরাল্যান্ড গঠনের দাবিকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে জনমত গঠনের কাজ দ্রুত গতিতে শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। ধলাই জেলার আমবাসা টাউন হলে আয়োজিত সমাবেশে উপজাতি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিপরা মথা ,ওয়াই টি এফ এবং ওয়াই ডব্লিউ এফ ধলাই জেলা কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার আমবাসা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় এক সাংগঠনিক সভা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিপরা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এডিসির সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, ইএম অনিমেষ দেববর্মা, বিশ্বকেতু দেববর্মা সহ এক ঝাঁক নেতৃত্ব। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, নির্বাচনে জয়লাভের পর দলীয় সমর্থকদের সাথে মতবিনিময় এর মাধ্যমে গ্রেটার তিপরা ল্যান্ড সম্পর্কে সমর্কদের জানানোর জন্যই এই সভা। তিনি আরো জানান, কোন রাজনৈতিক দলের সাথে ইতিমধ্যেই কোনো সমঝোতায় যাবেন না। উনাদের লক্ষ্য হচ্ছে আলাদা। উনি বলেন তিপরা ল্যান্ড মুভমেন্ট আগামী দিন আরো শক্তিশালী হবে। উপজাতি জনগণকে তিপরা ল্যান্ড গঠনের তাগিদে আরো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। ধলাই জেলার আমবাসা টাউন হলে আয়োজিত সমাবেশে ব্যাপক অংশের উপজাতি জনগণের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

দিব্যাঙ্গ কন্যার কর্মসংস্থানের দাবী নিয়ে প্রশাসনের দরজায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ আগস্ট।। নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব নলছড় এলাকার বাসিন্দা সত্য রঞ্জন দাসের দিব্যাঙ্গ কন্যার কর্মসংস্থানের জন্য সরকার ও প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কুলকিনারা পাচ্ছেন না অসহায় পিতা।ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কবিতার ভাগ্যে জুটল জন্মের পর থেকেই বিড়ম্বনা। নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের নলছড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব নলছড় এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা সত্য রঞ্জন দাস। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের নাম কবিতা দাস। সে জন্ম থেকেই ১০০ শতাংশ বিকলাঙ্গ। অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী।

তবুও এই বিকলাঙ্গ মেয়ে কবিতার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার বাবা তাকে বহুকষ্টে মাধ্যমিক পাস করায়। শুধু এই টুকুই আশা যে তাদের অবর্তমানে যেন কবিতা নিজের প্রতিপালন নিজেই করতে পারে। তাই একটু সরকারি সাহায্যের আশায় প্রতিনিয়ত সরকারি দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় কাকুতি-মিনতি করে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন কবিতার বৃদ্ধ বাবা। কিন্তু প্রতিশ্রুতির বন্যা দেখা দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কবিতা ১০০ শতাংশ বিকলাঙ্গ হওয়ার সরকারি সার্টিফিকেটও আছে। যেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে সে ১০০ শতাংশ বিকলাঙ্গ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ক্ষমতায় আসার আগে দলীয় কাজে নলছড় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এই বিকলাঙ্গ কবিতার করুণ কাহিনী শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে কবিতার করুণ অবস্থা দেখে তিনি কবিতার বাবাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে যদি কবিতা মাধ্যমিক পাশ করে তবে তাকে যেভাবেই হোক একটি সরকারি চাকরির ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় সে আশায় বুক বেঁধে কবিতার বাবা নিজের সহায় সম্বল টুকু দিয়ে খুব কষ্ট করে কবিতাকে মাধ্যমিক পাস করিয়েছেন। ২০১৯ সালে কবিতা মাধ্যমিক পাস করলেও আজ পর্যন্ত কোন ধরনের সরকারি সাহায্য তার ভাগ্যে জুটেনি।

শুধু জুটেছে বিড়ম্বনা আর হাহাকার। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর সঙ্গেও কোন ধরনের সাক্ষাতের সুযোগ তিনি পাননি। তাই রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কবিতার বাবার করুন আবেদন যে মুখ্যমন্ত্রী যেন বিকলাঙ্গ কবিতাকে একটি সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে দেন যাতে সে ভবিষ্যতে নিজের প্রতিপালন সে নিজেই করতে পারে। খবর সংগ্রহের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার দরিদ্র দূরীকরন কমিটির চেয়ারম্যান রতন দাস। এই অসহায় ও বিকলাঙ্গ কবিতার ভাগ্যে এখন সরকারি সাহায্য বা কোন সরকারি চাকরি জুটবে কিনা সেই আশায় পথ চেয়ে আছে বিকলাঙ্গ কবিতা সহ তার অসহায় সম্বলহীন পরিবার।

শুক্রবার আগরতলায় প্রতিবাদ ধরণা দিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশের হামলার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।